নন্টে ফন্টে

কালেকশন

১৯, ২০, ২১

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
চল, নন্টে! স্নানঘরে ভীড় হবার আগেই আমরা গিয়ে চানটা সেরে ফেলি।
ঠিক বলেছিস তাই চল।
ওরা চান করতে যাচ্ছে। চান করার পরেই যাতে ওদের মুখ দিয়ে নানা সুরের গান বেরোয় সেই ব্যবস্থা করছি।
ওরা আগে এসে এই সাবান গায়ে মেখে চান করবে —
— এবং তখন এই বিচুটিকা চূর্ণ মিশ্রিত সাবান জল সহযোগে গায়ে লাগালে যে কি ফল হবে সেটা ওরা বেশ ভালো ভাবেই টের পাবে। হিঃহিঃ!
ওদিকে
আজ একটা জরুরী কাজ আছে তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিই।
তুই এখন স্নানঘরে কি করছিলি?
ইয়ে-কিছু না, স্যার! এমনি।
মরেচে! স্যার চান করতে এসে পড়েছে।
কিন্তু, স্যার! আপনি কি এখুনি চান করতে যাচ্ছেন?
সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। কেন, তোর অমত আছে নাকি?

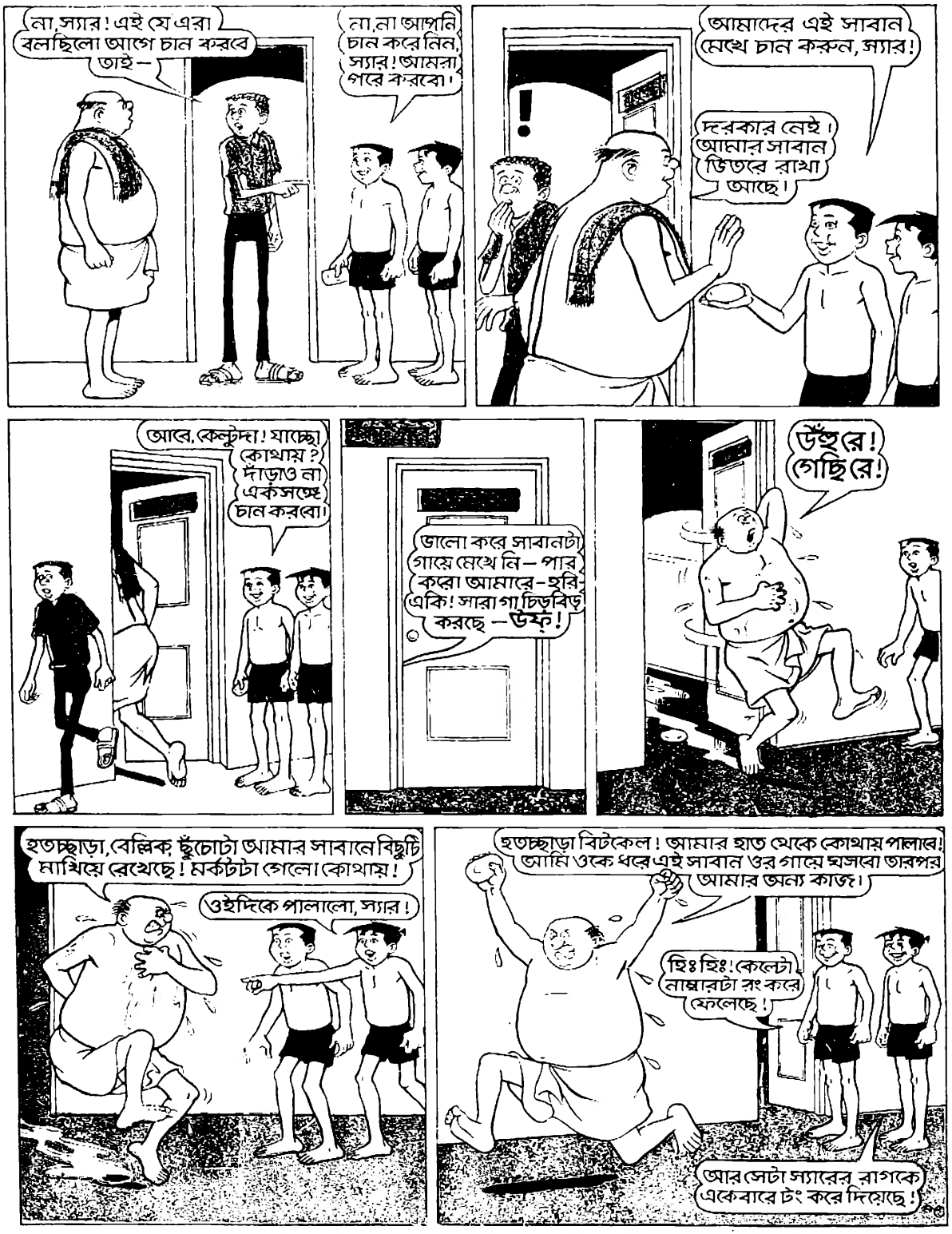
না, স্যার! এই যে এরা বলছিলো আগে চান করবে তাই —
না, না আপনি চান করে নিন, স্যার! আমরা পরে করবো।
আমাদের এই সাবান মেখে চান করুন, স্যার!
দরকার নেই। আমার সাবান ভিতরে রাখা আছে।
আরে, কেলুটদা! যাচ্ছো কোথায়? দাঁড়াও না একসঙ্গে চান করবো।
ভালো করে সাবানটা গায়ে মেখে নি — পার করো আমারে — হরি — একি! সারা গা চিড়বিড় করছে — উফ্!
উঁহুরে! গেছিরে!
হতচ্ছাড়া, বেল্লিক, ছুঁচোটা আমার সাবানে বিছুটি মাখিয়ে রেখেছে! মর্কটটা গেলো কোথায়!
ওইদিকে পালালো, স্যার!
হতচ্ছাড়া বিটকেল! আমার হাত থেকে কোথায় পালাবে! আমি ওকে ধরে এই সাবান ওর গায়ে ঘসবো তারপর আমার অন্য কাজ।
হিঃ হিঃ! কেলেটা নাম্বারটা রং করে ফেলেছে!
আর সেটা স্যারের রাগকে একেবারে টং করে দিয়েছে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
শোন, নন্টে! এই চিঠিটা তুই আমার বন্ধু পশ্চিম পাড়ার গোঁদু বাবুকে দিয়ে আসবি।
ঠিক আছে, স্যার! দিনে।
তখন ওদিকে
হামার রসুঁই ঘর থিকে কেলুটুয়া যাতে কুছু চোরি না করে সেই জোন্যে ওকে কুছু শিকসা দিতে হোবে। হিঃ হিঃ!
লঙ্কা গুঁড়ো
সেই জোন্যে হামি চিনির বদলে লঙ্কা গুড়া দিয়ে চাটনি মিঠাই বানিয়েছি!
আরে! এখানে যে দারুণ চাটনি পিঠে!
হিঃ হিঃ! এগুলি একেবারে হাতের নাগালেই ছিলো!
ইরক! ওগুলি যে হাওয়ায় ভেসে ওপরে চলে যাচ্ছে!
হাঃ হাঃ! জাগ্যিস চোখে পড়েছিলো! আমাদের এই শক্তিশালী চুম্বকটা ধাতুর তৈরি কেকের পাত্রের পক্ষে খুবই উপযোগী কেলটুন!
গররর!
শুধু অপেক্ষা কর যতক্ষণ না আমি তোকে ধরি, ফন্টে!
আহ্, কেলু! ঝটপট নীচে গিয়ে ঠাকুরকে বল আমি এক প্লেট কেক চাইছি!
নন্টেকে দিয়ে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে চা এর নেমন্তন্ন করে চিঠি পাঠিয়েছি। সে এখুনি এসে পড়বে!
ইয়ে... আচ্ছা, সুপরিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!

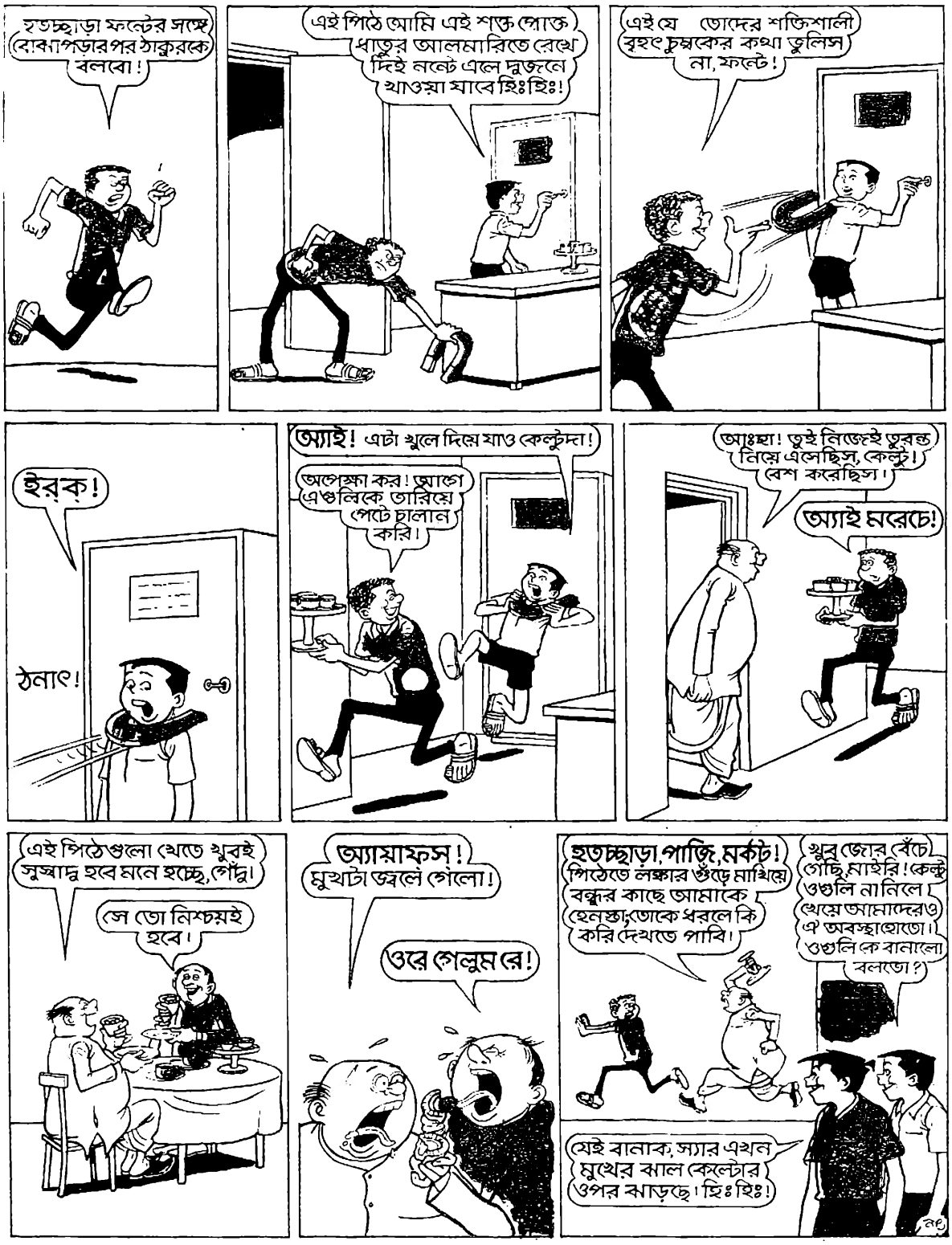
হতচ্ছাড়া ফন্টের সঙ্গে বোঝাপড়ার পর ঠাকুরকে বলবো!
এই পিঠে আমি এই শক্ত পোক্ত ধাতুর আলমারিতে রেখে দিই নন্টে এলে দুজনে খাওয়া যাবে হিঃহিঃ!
এই যে তোদের শক্তিশালী বৃহৎ চুম্বকের কথা ভুলিস না, ফন্টে!
হরক্!
ঠনাৎ!
অ্যাই! এটা খুলে দিয়ে যাও কেল্টুদা!
অপেক্ষা কর! আগে এগুলিকে তারিয়ে পেটে চালান করি।
আঃহা! তুই নিজেই তুরন্ত নিয়ে এসেছিস, কেল্টু! বেশ করেছিস।
অ্যাই মরেচে!
এই পিঠেগুলো খেতে খুবই সুস্বাদু হবে মনে হচ্ছে, গোঁদু।
সে তো নিশ্চয়ই হবে।
অ্যায়াফস্! মুখটা জ্বলে গেলো!
ওরে গেলুম রে!
হতচ্ছাড়া, পাজি, মর্কট! পিঠেতে লঙ্কার গুঁড়ো মাখিয়ে বন্ধুর কাছে আমাকে হেনস্তা; তোকে ধরলে কি করি দেখতে পাবি।
খুব জোর বেঁচে গেছি, মাইরি! কেল্টু ওগুলি না নিলে খেয়ে আমাদেরও ঐ অবস্থা হোতো। ওগুলি কে বানালো বলতো?
যেই বানাক, স্যার এখন মুখের ঝাল কেল্টার ওপর ঝাড়ছে। হিঃহিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

বাহ্! দু'দুটো উপাদেয় মোরব্বা সম্পূর্ণ অপচয় হয়ে গেলো! সুখের কথা যে বাক্সের মধ্যে আরো আছে!
আজ আমার কি বরাত! ফলের মোরব্বা!
ইক্! ডবঘুরোটা ওগুলি হাতাতে যাচ্ছে!
না, চাঁদু, তা হবে না!
থ্যাপাৎ!
থেরাস!
আমাকে লেঙ্গি মেরে ফেললি, তুই? এই নে পাল্টা!
ওহি মোরব্বা হামি স্মুপারিন্টেন সাবকে লিয়ে আনিয়েছিলম! আখুন তোমাকে ইটার দাম দিতে হোবে, কালুবাবু!
ইয়ে, নিশ্চয়, ঠাকুর!
ধ্যাৎ! আমাকে মোরব্বার জন্যে দাম দিতে হচ্ছে অথচ আমি তাতে একটা কামড়ও বসাই নি! ইরক্ ডিমরুল!
হোঃ হোঃ! কেল্টো মোরব্বায় একটা কামড়ও দিতে পারে নি– কিন্তু এখন নিজে অজস্র কামড় খাচ্ছে–ডিমরুলের কামড়!
বাঁচাও! হেল্প!

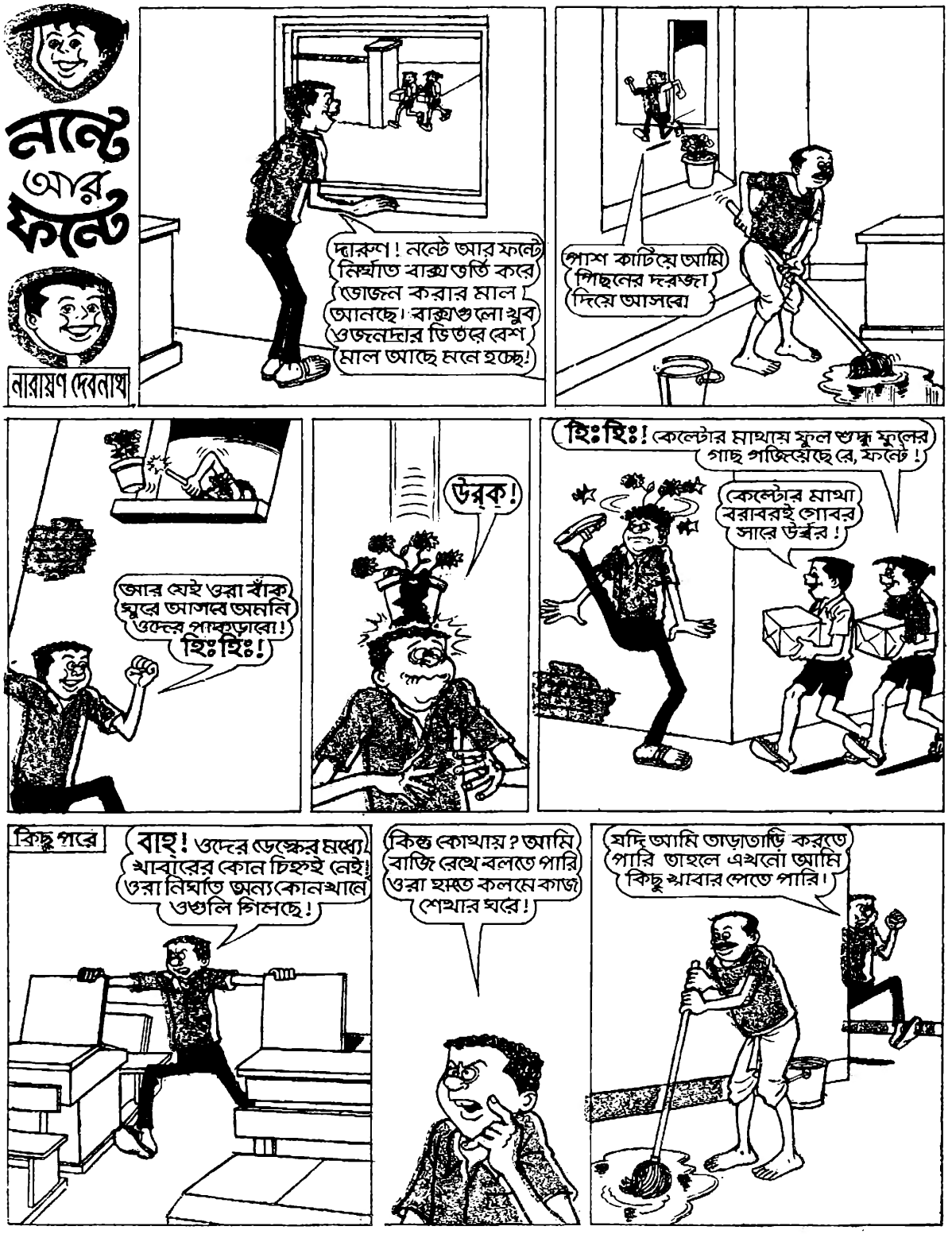
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
দারুণ! নন্টে আর ফন্টে নির্ঘাত বাক্স ভর্তি করে ভোজন করার মাল আনছে। বাক্সগুলো খুব ওজনদার ভিতরে বেশ মাল আছে মনে হচ্ছে!
পাশ কাটিয়ে আমি পিছনের দরজা দিয়ে আসবো
আর যেই ওরা বাঁক ঘুরে আসবে অমনি ওদের পাকড়াবো! হিঃহিঃ!
উর্‌ক্‌!
হিঃহিঃ! কেল্টোর মাথায় ফুল শুদ্ধ ফুলের গাছ গজিয়েছে রে, ফন্টে!
কেল্টোর মাথা বরাবরই গোবর সারে উর্বর!
কিছু পরে
বাহ্! ওদের ডেস্কের মধ্যে খাবারের কোন চিহ্নই নেই! ওরা নির্ঘাত অন্য কোনখানে ওগুলি গিলছে!
কিন্তু কোথায়? আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওরা হয়ত কলমে কাজ শেখার ঘরে!
যদি আমি তাড়াতাড়ি করতে পারি তাহলে এখনো আমি কিছু খাবার পেতে পারি।

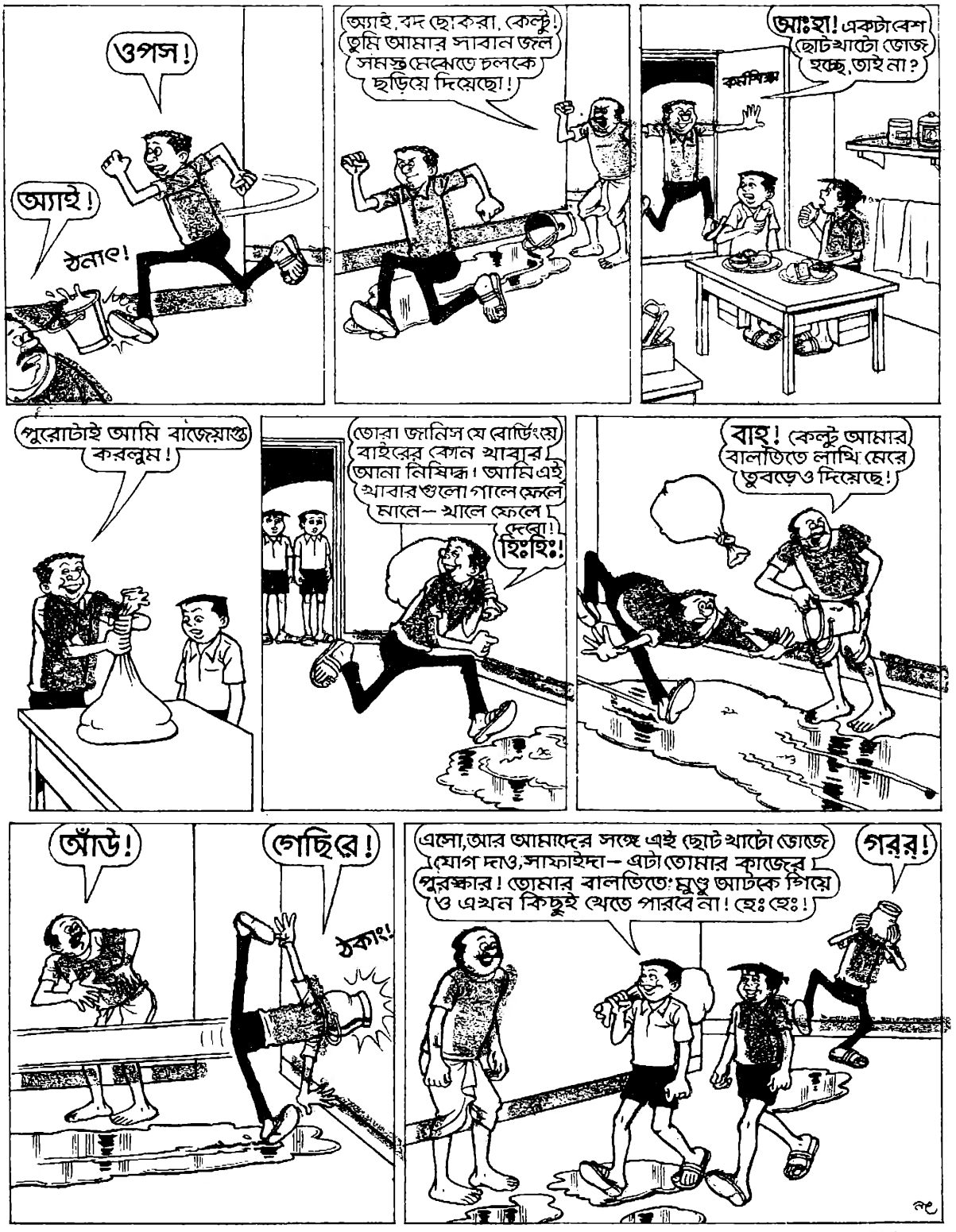
ওপস!
অ্যাই!
ঠনাৎ!
অ্যাই, বদ ছোকরা, কেল্টু! তুমি আমার সাবান জল সমস্ত মেঝেতে চলকে ছড়িয়ে দিয়েছো!
আঃহা! একটা বেশ ছোট খাটো ভোজ হচ্ছে, তাই না?
পুরোটাই আমি বাজেয়াপ্ত করলুম!
তোরা জানিস যে বোর্ডিংয়ে বাইরের কোন খাবার আনা নিষিদ্ধ। আমি এই খাবারগুলো গালে ফেলে মারে— খালে ফেলে দেবো! হিঃহিঃ!
বাহ্! কেল্টু আমার বালতিতে লাথি মেরে ডুবড়েও দিয়েছে!
আঁউ!
গেছিরে!
ঠকাং!
এসো, আর আমাদের সঙ্গে এই ছোট খাটো ভোজে যোগ দাও, সাফাইদা— এটা তোমার কাজের পুরস্কার! তোমার বালতিতে মুণ্ডু আটকে গিয়ে ও এখন কিছুই খেতে পারবে না! হেঃ হেঃ!
গরর!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

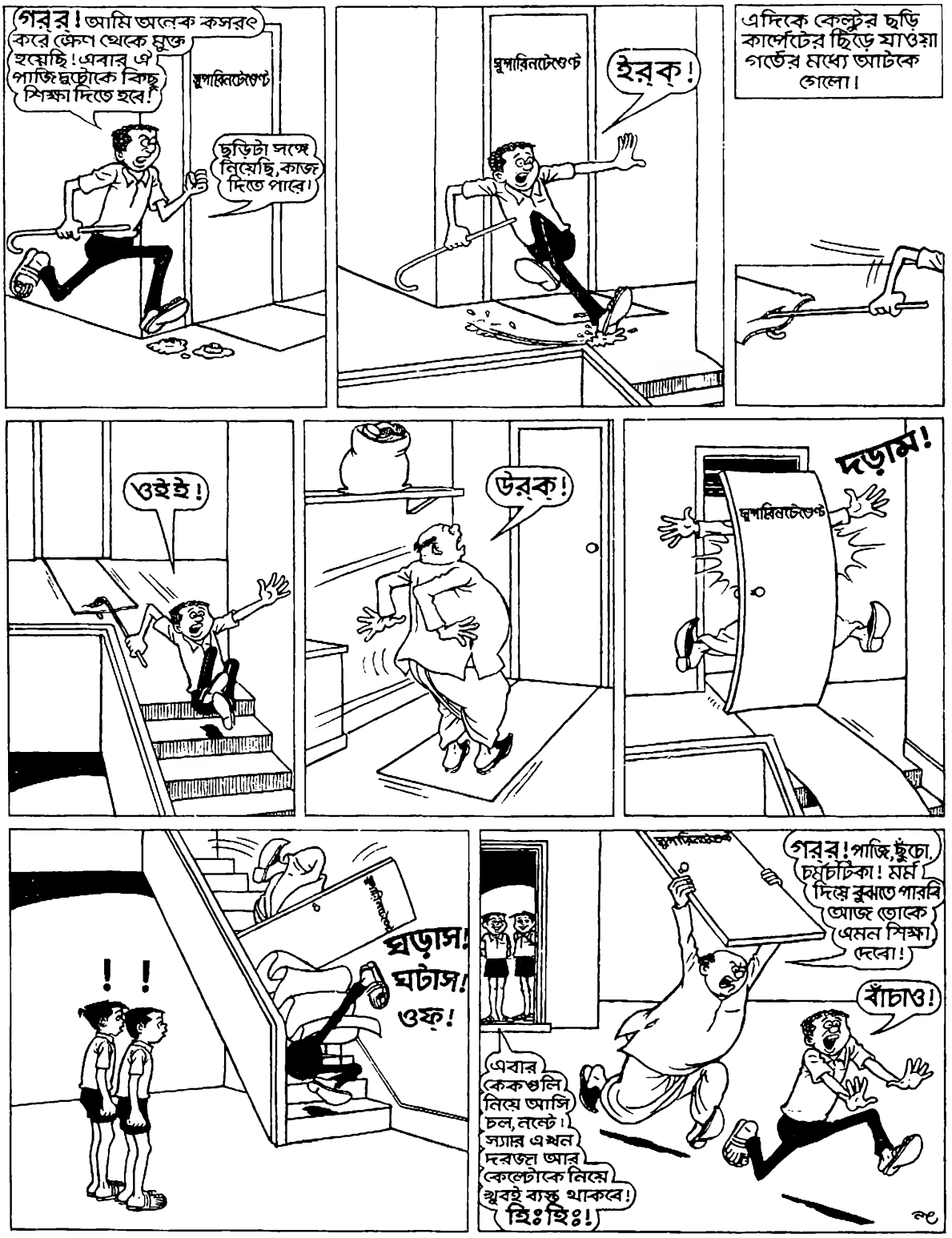
গরর! আমি অনেক কসরৎ করে ফ্রেশ থেকে মুক্ত হয়েছি! এবার ঐ পাজি ছুঁচোকে কিছু শিক্ষা দিতে হবে!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
ছড়িটা সঙ্গে নিয়েছি, কাজ দিতে পারে।
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
ইরক্!
এদিকে কেলুটর ছড়ি কার্পেটের ছিঁড়ে যাওয়া গর্তের মধ্যে আটকে গেলো।
ওইই!
উরক্!
দড়াম!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
!!
ঘড়াস! ঘটাস! ওফ্!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
গরর! পাজি, ছুঁচো, চর্মচটিকা! মর্ম দিয়ে বুঝতে পারবি আজ তোকে এমন শিক্ষা দেবো!
বাঁচাও!
এবার কেকগুলি নিয়ে আসি চল, নন্টে। স্যার এখন দরজা আর কেলেটাকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকবে! হিঃহিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

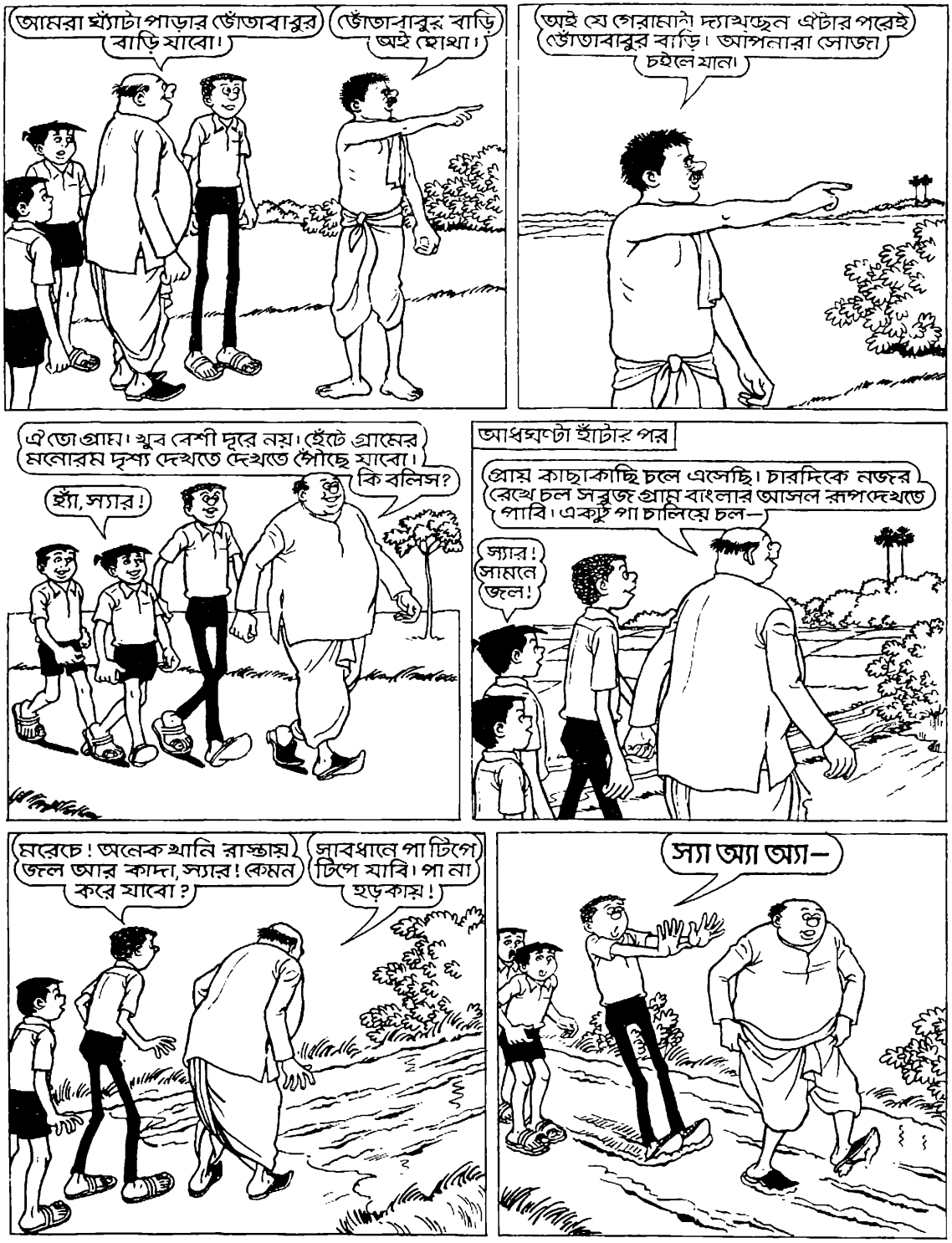
আমরা খ্যাঁটা পাড়ার ভোঁতাবাবুর বাড়ি যাবো।
ভোঁতাবাবুর বাড়ি অই হোথা।
অই যে গেরামটা দ্যাখছেন এটার পরেই ভোঁতাবাবুর বাড়ি। আপনারা সোজা চইলে যান।
ঐ তো গ্রাম। খুব বেশী দূরে নয়। হেঁটে গ্রামের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবো। কি বলিস?
হ্যাঁ, স্যার!
আধঘণ্টা হাঁটার পর
প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছি। চারদিকে নজর রেখে চল সবুজ গ্রাম বাংলার আসল রূপ দেখতে পাবি। একটু পা চালিয়ে চল—
স্যার! সামনে জল!
মরেচে! অনেকখানি রাস্তায় জল আর কাদা, স্যার! কেমন করে যাবো?
সাবধানে পা টিপে টিপে যাবি। পা না হড়কায়!
স্যা অ্যা অ্যা—

ওফ!
পিঠে চেপে বসে আছিস কেন, হতচ্ছাড়া! নেমে দাঁড়া! তোর জন্যে আমি উঠতে পারছি না!
নামছি, স্যার! খেয়াল ছিলো না যে আপনার পিঠে চেপে আছি।
এই পিচ্ছিল কাদার ওপর দিয়ে সাবধানে হাঁটিস নি কেন, হতভাগা!
তাই তো যাচ্ছিলুম, স্যার! কিন্তু চারদিকের সবুজের সৌন্দর্য্য দেখতে গিয়েই তো বেমক্কা পাটা হড়কে গেলো!
একটা পুকুর খুঁজে এসব সাফ করে নিতে হবে।
তাই চলুন, স্যার!
নন্টে আর ফন্টে। তোরা একটু এগিয়ে দ্যাখ, সামনে জলাশয় আছে কি না।
নিশ্চয়, স্যার! চল ফন্টে!

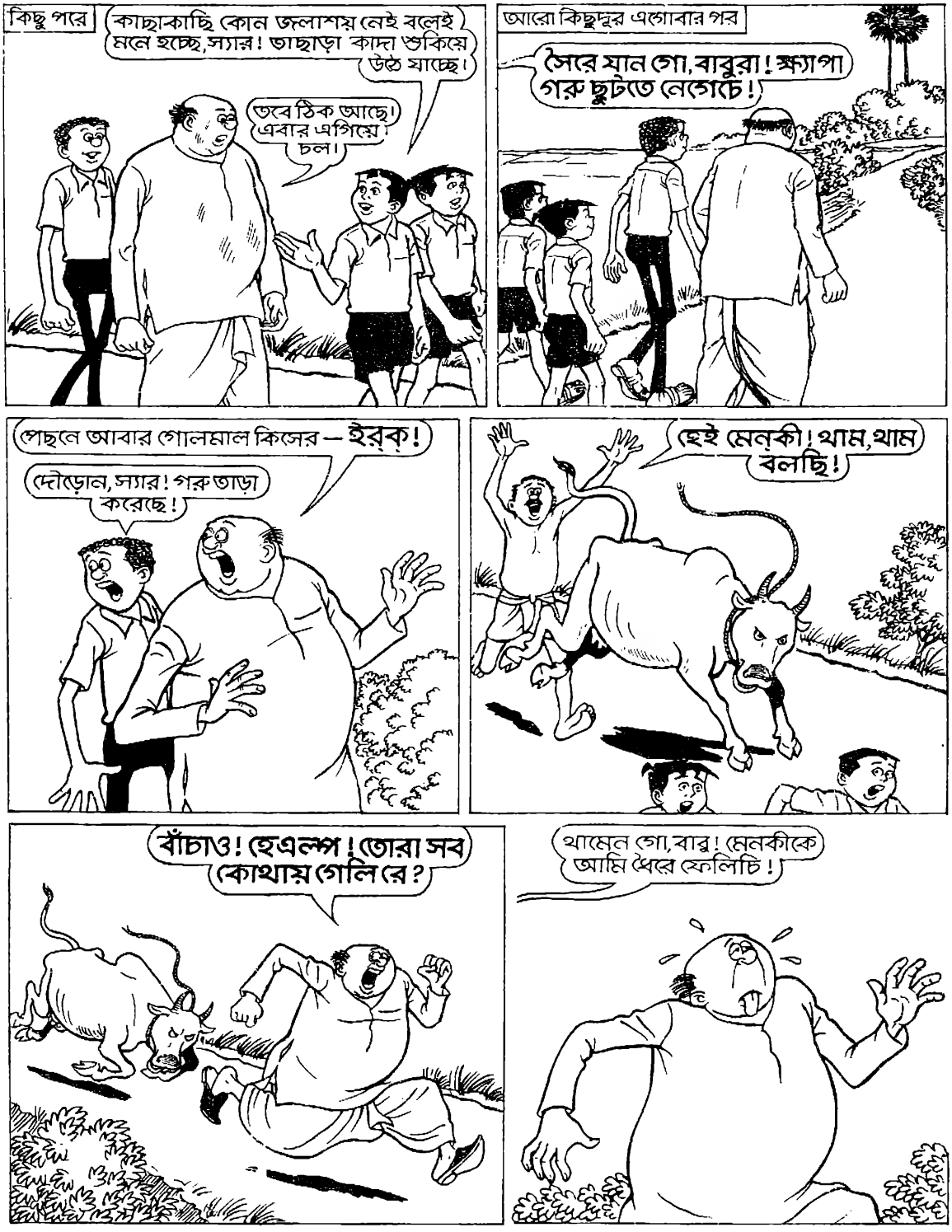
কিছু পরে
কাছাকাছি কোন জলাশয় নেই বলেই মনে হচ্ছে, স্যার! তাছাড়া কাদা শুকিয়ে উঠে যাচ্ছে।
তবে ঠিক আছে। এবার এগিয়ে চল।
আরো কিছুদূর এগোবার পর
সেরে যান গো, বাবুরা! ক্ষ্যাপা গরু ছুটতে নেগেচে!
পেছনে আবার গোলমাল কিসের — ইর্‌ক্‌!
দৌড়োন, স্যার! গরু তাড়া করেছে!
হেই মেনকী! থাম, থাম বলছি!
বাঁচাও! হেএল্প! তোরা সব কোথায় গেলি রে?
থামেন গো, বাবু! মেনকীকে আমি ধেরে ফেলিচি!

কিচু মনে করবেন নি, বাবু! গরুটা এতো বজ্জাত, মোটা নোক দেকলেই ক্ষেইপে যায়। ইস্! আপনি খুব হেঁপিয়ে গিয়েচেন, বাবু!
ওফস্! উফস্!
হতচ্ছাড়া গরুটা গুঁতিয়ে দেয়নি তো, স্যার? চোট ফোট লাগেনি তো?
চুপ কর ডরপোক কোথাকার! ক্ষ্যাপা গরুর মুখে আমাকে ফেলে পালালি?
না স্যার-ইয়ে স্যার- ওদের বললুম স্যার বিপন্ন আয় প্রতিরোধ করি, কিন্তু ওরা স্যার, পালালো।
কি শয়তান দেখেছিস, মাইরি!
আচ্ছা, ভাই! ঘ্যাঘাপাড়াটা কি এই গ্রামে হবে?
না গো, বাবু! ঘ্যাঘাপাড়া ই গেরামে লয়। ইটার পরে যে গেরামটা দ্যাক্‌বেন দূরে লি লি কইরচে ঐ গেরামেই ঘ্যাঘাপাড়া। ঘ্যাঘাপাড়ার পাশেই তো গেরামের শ্মশান।
প্রথম গ্রাম পার হয়ে
ওই তো, ওই গ্রামেই আছে আমাদের গন্তব্যস্থল। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল।
আরো পাঁচ মাইল হাঁটার পর
হেঁটে হেঁটে পায়ে ব্যথার অভিজ্ঞতা হলো মাইরি, ফন্টে!
একদিন বিশ্রামের পর গ্রাম পরিদর্শনে বেরোবো।
অবশেষে বিকালে
ঐ দেখুন, স্যার! গ্রামের সেই শ্মশান।
তোঁতাবাবু বাড়ি বানাবার আর জায়গা পেলোনা।
ওদিকে দেখতে হবে না।

ওঃ! অনেক হাঁটা হয়েছে। এখানে বসে একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।
সেই ভালো, স্যার!
ওদিকে
উরু ভঙ্গ পালা হবে না, ভীম চরিত্রের অ্যাক্টর অসুস্থ হয়ে পড়েছে।
ওসব ভ্যানতাড়া শুনতে চাই না, দাদু! যেখান থেকে হোক ভীম জোগাড় করুন।
উরু ভঙ্গ না হলে—আমার নাম পঙ্কা—মহাভারতে আমি লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে দিয়ে আপনার উরু ভঙ্গ করে—
আঃহা! এতো স্বয়ং ভীম বসে আছে!
কোথায়?
এইতো এখানে। নিন এবারে আপনি দুর্যোধনের উরুভঙ্গের পালা শুরু করার উদ্যোগ করুন।
কিন্তু উনি কি রাজি হবেন?
রাজি হবেন না মানে? এই সত্যি ভীমের মতো গতর নিয়ে রাজি না হয়ে যাবে কোথায়। পালাবার চেষ্টা করলে দুর্যোধনের আগেই ভীমের উরু ভঙ্গ হয়ে যাবে। নিন উঠে পড়ুন।
কাণ্ডটা খুব ভালো মনে হচ্ছে না, নন্টে! চল লুকিয়ে পড়ি।
আমারও সেই রকমই ইচ্ছে।
আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন আমি অ্যাকটিংএর অ জানিনা।

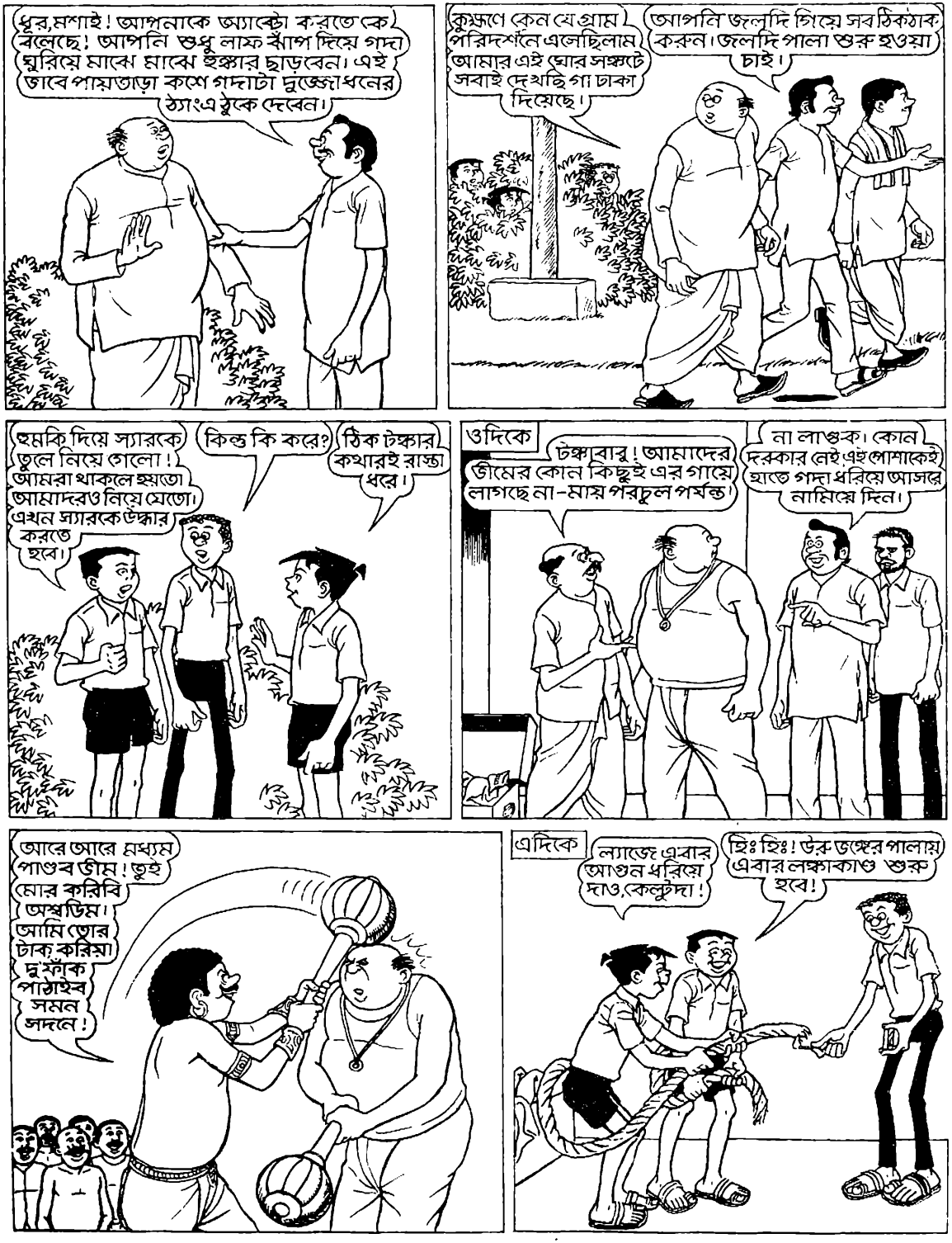
ধূর,মশাই! আপনাকে অ্যাক্টো করতে কে বলেছে! আপনি শুধু লাফ ঝাঁপ দিয়ে গদা ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়বেন। এই ভাবে পায়তাড়া কশে গদাটা দুজ্জোধনের ঠ্যাংএ ঠুকে দেবেন।
কুক্ষণে কেন যে গ্রাম পরিদর্শনে এলেছিলাম। আমার এই ঘোর সঙ্কটে সবাই দেখছি গা ঢাকা দিয়েছে।
আপনি জলদি গিয়ে সব ঠিকঠাক করুন। জলদি পালা শুরু হওয়া চাই।
হুমকি দিয়ে স্যারকে তুলে নিয়ে গেলো! আমরা থাকলে হয়তো আমাদেরও নিয়ে যেতো। এখন স্যারকে উদ্ধার করতে হবে।
কিন্তু কি করে?
ঠিক টঙ্কার কথারই রাস্তা ধরে।
ওদিকে
টঙ্কাবাবু! আমাদের ভীমের কোন কিছুই এর গায়ে লাগছে না-মায় পরচুল পর্যন্ত।
না লাগুক। কোন দরকার নেই এই পোশাকেই হাতে গদা ধরিয়ে আসরে নামিয়ে দিন।
আরে আরে মধ্যম পাণ্ডব ভীম! তুই মোর করিবি অশ্বডিম। আমি তোর টাক করিয়া দুর্ফাঁক পাঠাইব সমন সদনে!
এদিকে
ল্যাজে এবার আগুন ধরিয়ে দাও,কেলুদা!
ছিঃ ছিঃ! উরু জঙ্ঘের পালায় এবার লঙ্কাকাণ্ড শুরু হবে!

শিরে তোর গজায়েছে আব! মোর সনে গদা যুদ্ধে নেই কোন লাভ অহেতুক শুধু মৃত্যু ছাড়া।
বাহবা, দুর্যোধন যুদ্ধটা বেশ অনেকক্ষণধরে জমিয়ে করো।
ওরে, ওরে, পাপিষ্ঠ একানন, টঙ্কা! তুই দুর্যোধনের উরু ভঙ্গ পালা দেখছিস? এবার লঙ্কাকাণ্ড দেখিয়ে দিচ্ছি!
ওরে বাবা! মহাভারতেও যে লঙ্কাকাণ্ড আছে তা তো শুনি নাই।
বাঁচাও বাঁচাও! আগুন!
স্যার! পালিয়ে চলুন। এই মওকা!
দাঁড়া!
ওফস!
দৌড়োন, স্যার! ওরা লঙ্কাকাণ্ডের রেশ কাটিয়ে ওঠার আগেই আমরা যাতে ওদের এলাকা পেরিয়ে যেতে পারি।
পরদিন
কাল দৌড় ঝাঁপ করে শরীরটায় বড় ব্যথা হয়েছে। একটু দলাই মলাই দরকার।
উহু! ওরা নয় তুই করবি।
ঠিক আছে, স্যার! নন্টে আর ফন্টে দুজনে করে দিচ্ছে।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

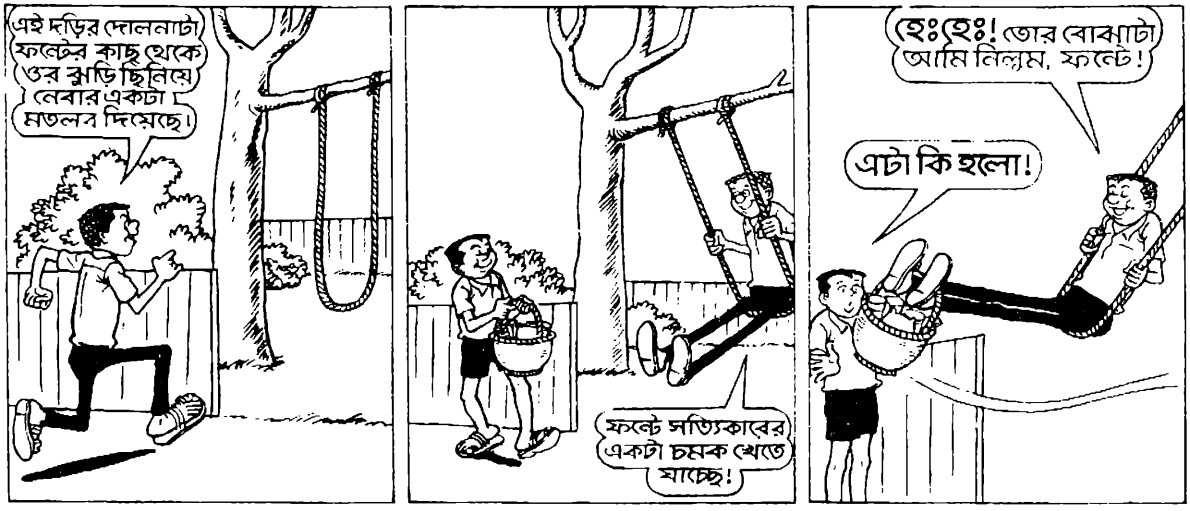

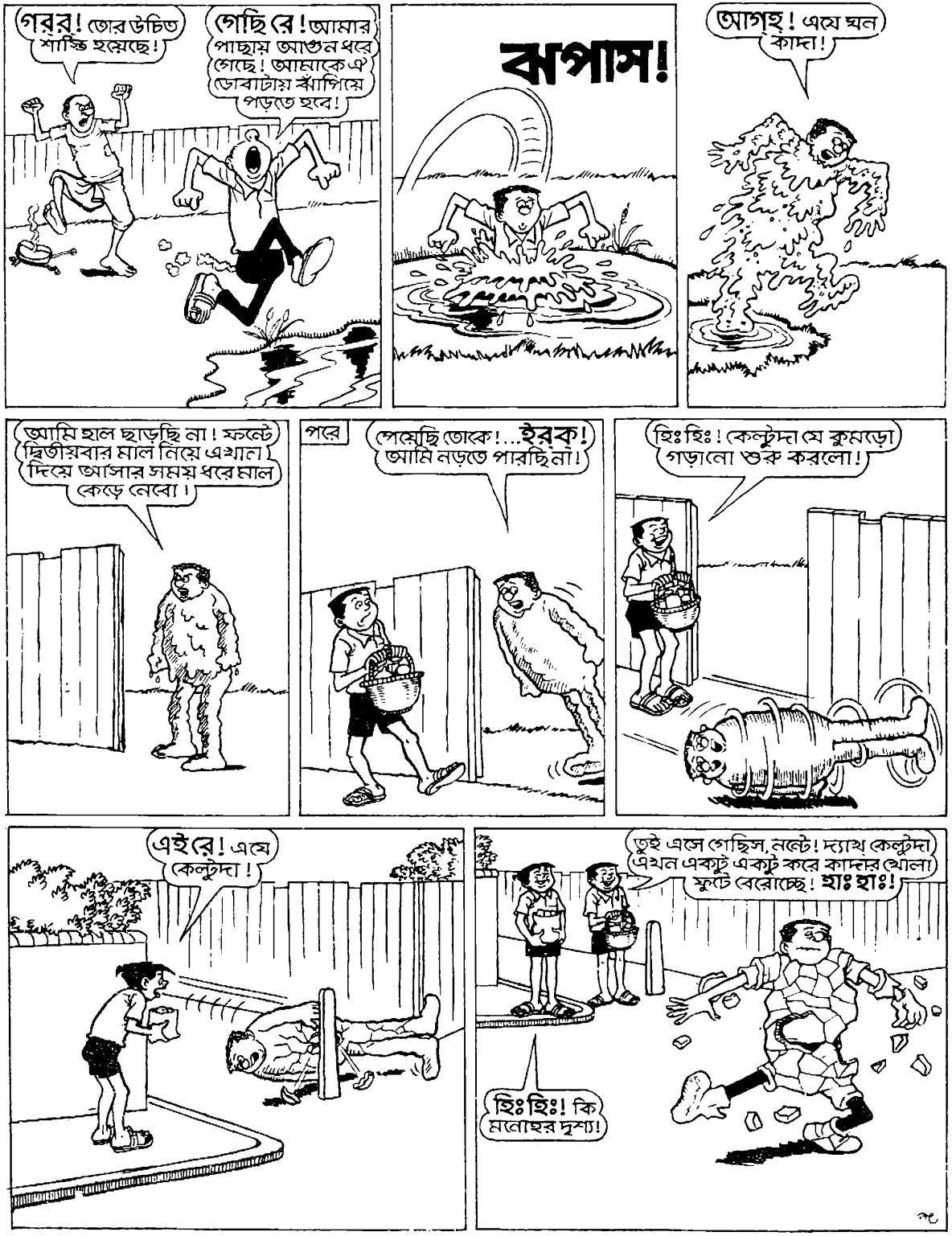
গরর! তোর উচিত শাস্তি হয়েছে!
গেছি রে! আমার পাছায় আগুন ধরে গেছে! আমাকে ঐ ডোবাটায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে!
ঝপাস!
আগহ্! এযে ঘন কাদা!
আমি হাল ছাড়ছি না! ফন্টে দ্বিতীয়বার মাল নিয়ে এখানে দিয়ে আসার সময় ধরে মাল কেড়ে নেবো!
পরে
পেয়েছি তোকে!...ইরক! আমি নড়তে পারছি না!
হিঃ হিঃ! কেল্টুদা যে কুমড়ো গড়ানো শুরু করলো!
এইরে! এযে কেল্টুদা!
তুই এসে গেছিস, নন্টে! দ্যাখ্ কেল্টুদা এখন একটু একটু করে কাদার খোলা ফুটে বেরোচ্ছে! হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ! কি মনোহর দৃশ্য!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাহ! কেল্টো আমাদের সবার টিফিনের খাবার ওর ডেস্কে চাবি আটকে রেখে দিলো।
ও তো সব খাবারটাই মেরে দেবে রে, মাইরি!
রান্নাঘর
এইমাত্র আমি রান্নার ঠাকুরকে স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যেতে দেখেছি। এটা আমাকে রান্নাঘর থেকে আরো কিছু খাবার আনার সুযোগ করে দিয়েছে!
আরো খাবার হাতাতে কেল্টো খোলা রান্নাঘরে ঢুকছে!
গেছি রে!
রান্নাঘর
মরেচে! ঠাকুর একটা সাংঘাতিক পাহারাদার কুকুর পেয়েছে!
বাহ্! এখন আমাকে আমার প্যান্টে তাপ্পি লাগিয়ে সেলাই করে নিতে হবে!
দারুণ! এটা ওর ডেস্ক থেকে আমাদের খাবার উদ্ধারের সুযোগ করে দিয়েছে। তুই ওদিকে যা আর আমি কুকুর বশ করে রান্নাঘর দেখছি।
এই যে, বাচ্চু! তোর জন্যে খাসা বিস্কুট! হিঃহিঃ! এটা ওকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে!
রান্নাঘর
ঐযে, মালপত্র রাখার কুঠুরির মধ্যে! যা, গিয়ে ওগুলোনে, বাচ্চু!
হাঃহাঃ! কুকুরটাকে কুঠুরিতে আটকে দিয়েছি। এবার দেখি এখানে যদি কিছু মাল পাই!
রান্নাঘর
আমি হয়তো একটা চকোলেট কেক বা ক্রীম কেক কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি, উলস্!

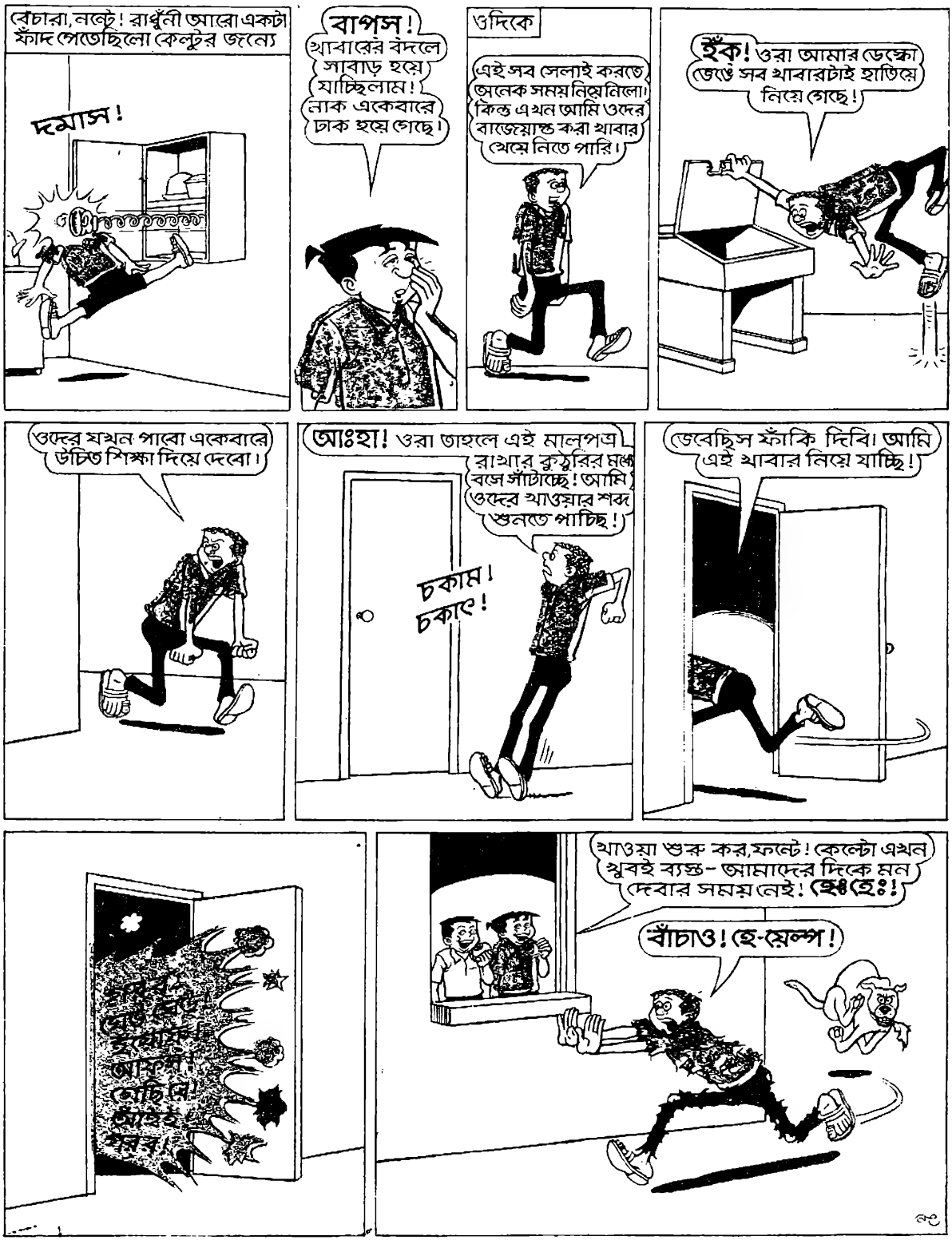
বেচারা, নন্টে! রাধুনী আরো একটা ফাঁদ পেতেছিলো কেল্টুর জন্যে
দমাস!
বাপস! খাবারের বদলে সাবাড় হয়ে যাচ্ছিলাম! নাক একেবারে ঢাক হয়ে গেছে!
ওদিকে
এই সব সেলাই করতে অনেক সময় নিয়ে নিলো। কিন্তু এখন আমি ওদের বাজেয়াপ্ত করা খাবার খেয়ে নিতে পারি।
ইঁক! ওরা আমার ডেঙ্কো ভেঙে সব খাবারটাই হাতিয়ে নিয়ে গেছে!
ওদের যখন পাবো একেবারে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবো!
আঃহা! ওরা তাহলে এই মালপত্র রাখার কুঠুরির মধ্যে বসে সাঁটাচ্ছে! আমি ওদের খাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!
চকাম! চকাং!
ভেবেছিস ফাঁকি দিবি। আমি এই খাবার নিয়ে যাচ্ছি!
খাওয়া শুরু কর, ফন্টে! কেল্টো এখন খুবই ব্যস্ত - আমাদের দিকে মন দেবার সময় নেই! হেঃহেঃ!
বাঁচাও! হে-য়েল্প!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

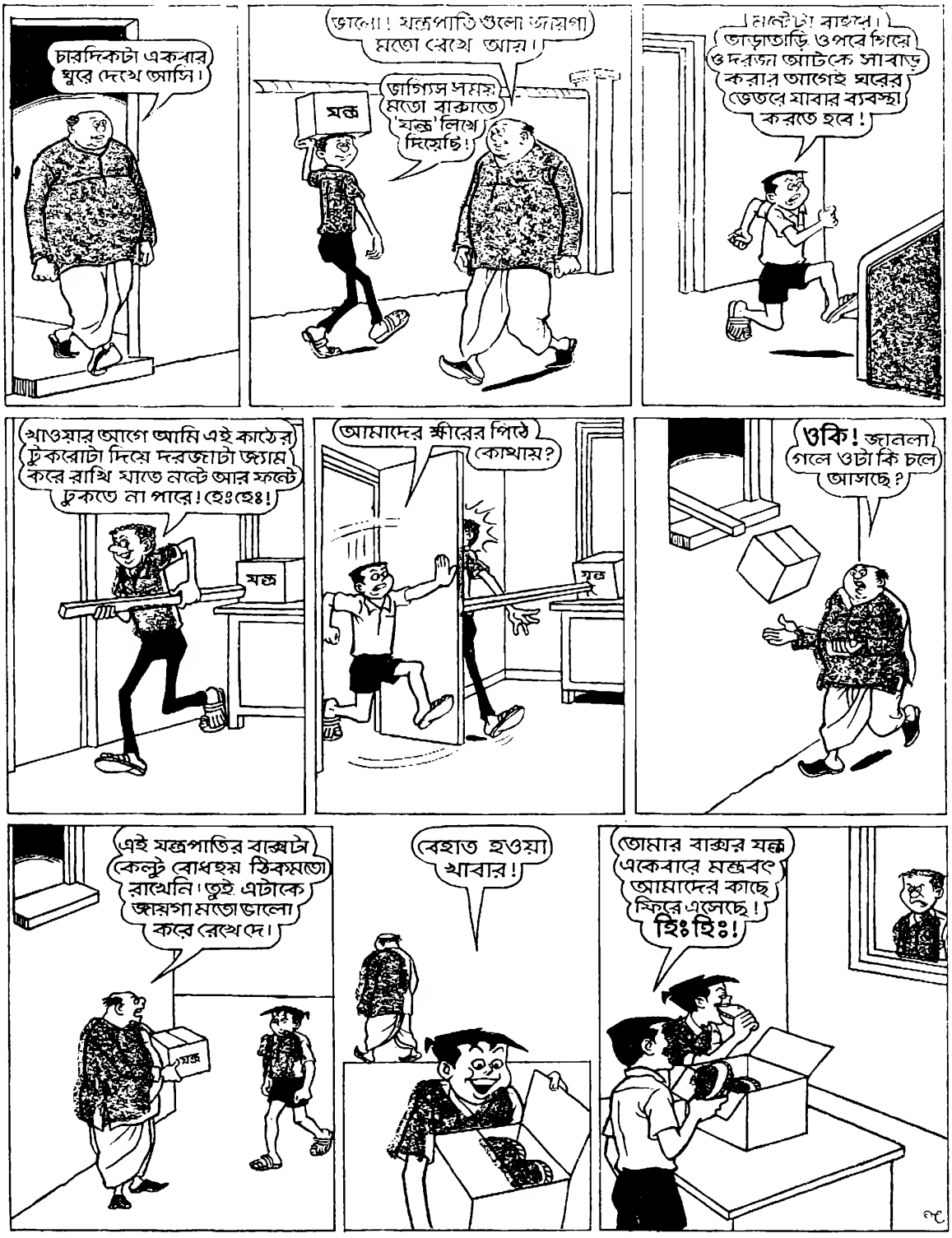
চারদিকটা একবার ঘুরে দেখে আসি।
ভালো! যন্ত্রপাতিগুলো জায়গা মতো রেখে আয়।
যন্ত্র
জাগ্যিস সময় মতো বাক্সতে 'যন্ত্র' লিখে দিয়েছি!
নন্টে টা বাহাদুর। তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে ও দরজা আটকে সাবাড় করার আগেই ঘরের ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে!
খাওয়ার আগে আমি এই কাঠের টুকরোটা দিয়ে দরজাটা জ্যাম করে রাখি যাতে নন্টে আর ফন্টে ঢুকতে না পারে! হেঃহেঃ!
যন্ত্র
আমাদের ক্ষীরের পিঠে কোথায়?
যন্ত্র
ওকি! জানলা গলে ওটা কি চলে আসছে?
এই যন্ত্রপাতির বাক্সটা কেল্টু বোধহয় ঠিকমতো রাখেনি। তুই এটাকে জায়গা মতো ভালো করে রেখে দে।
যন্ত্র
বেহাত হওয়া খাবার!
তোমার বাক্সর যন্ত্র একেবারে মন্ত্রবৎ আমাদের কাছে ফিরে এসেছে! হিঃহিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

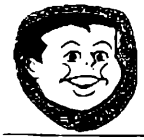

নারায়ণ দেবনাথ

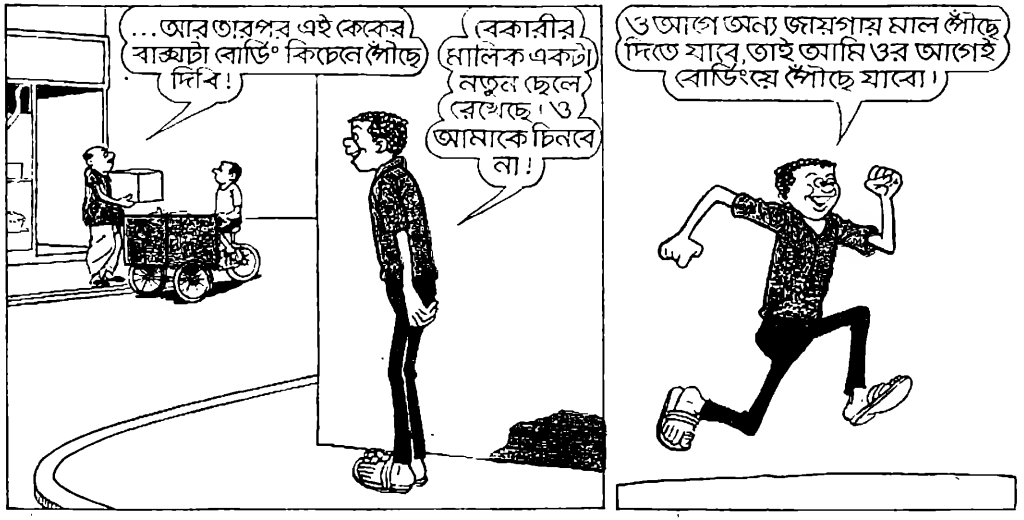

ই কেক সুপারিনটেন সাবকা হুকুম মাফিক হামি অর্ডার দিয়েছিলম।
ইবার হামার লিয়ে কুছু কেক হামি ইখান থিকে লিয়ে লিবো, হেঃ হেঃ!
গরর! ঐ যে যাচ্ছে হতচ্ছাড়াটা!
ওরে বাবা! পায়ে সাঁটা মেঝের তক্তা হড়কে যাচ্ছে!
ওফ!
আঁই, নেহি-ই-ই-ই!
বাঁচাও!
হাঃ হাঃ! এ কি দেখছি রে, ফন্টে! খাবার ফেলে কেল্টো আর রঙ্গুই ঠাকুর স্কী প্র্যাকটিস করছে!
ওফস্!
দড়াম!
মর গিয়া
খেয়ে নে, নন্টে! কাপ ওদের মুখুতে সেঁটে গেছে। ওদের হাঁপ ছাড়ার ফুরসত নেই, কাজেই এই উপাদেয় জিনিস নষ্ট করে লাভ নেই আমরা ঠিক সময়েই এসে গেছি।
হিঃ হিঃ!
স্কী প্র্যাকটিসের পুরস্কারটা উড়ে এসে ওদের মুখুতে জুড়ে বসেছে।
হাঃ হাঃ!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
বাপ রে! চুলাতে হামার আঙ্গুল পুড়িয়ে গেলো!
!
তুমি অবশ্যই এক্ষুনি সিধে বোর্ডিয়ের ডাক্তারের কাছে গিয়ে তোমার হাতটা ড্রেস করিয়ে নাও, পাচকঠাকুর!
হিঃ হিঃ! এবার এই উপাদেয় দই বড়া দিয়ে তৃপ্তি করে জলযোগ!
সাবধান, ফন্টে! কিচেনের দেয়ালে বল লাথাস না। রান্নার ঠাকুর বলেছে এতে ঝাঁকুনি হয়ে ওর পাত্র নীচে পড়ে যায়।
দমাস!
!
কেল্টু! হাঁচি থামা। নোংরা জীবাণু কিচেনের চতুর্দিকে ছিটোচ্ছিস!
আঁ আঁ-হ্যাঁচ্চো! হ্যাঁচ্চো!
মনে হচ্ছে তুই বিশ্রী ঠাণ্ডা লাগিয়েছিস। চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের কাছে চল।
আঁ আঁ-হ্যাঁচ্চো!
কিচ্ছু পড়েনি রে, নন্টে! আরিব্বাস! দ্যাখ এক গামলা দই বড়া, আর কেউ এটা পাহারা দিচ্ছে না! আজ আমাদের উপাদেয় ভোজ খাওয়ার কি ভাগ্য রে, মাইরি!
উমফ! ইয়ুফস এই ওষুধটা বীভৎস

দইবড়ার গন্ধ! এটা এই কর্মশিক্ষার ঘর থেকে আসছে!
কর্মশিক্ষা
স্লোক! স্লোক!
বাহ্! ওরা ওটা কব্জা কর্ত্তছে! ওর বদলে এবার এই চুগুরের ঘা খাবে!
তাড়াতাড়ি শুরু কর, নন্টে! না হলে কোথা দিয়ে আবার বাধা এসে যাবে।
ওফ!
উফ!
ঠকাস!
ঠকাস!
চোট খেয়ে তোদের মাথায় বিশ্রী আব গজিয়েছে, নন্টে আর ফন্টে! তোরা এখনি গিয়ে ডাক্তার দেখো।
আখুন সমঝাতে পারলম হামার দহিবড়া কুথায় গিয়েছিলো!
দুটোকে কাত করে এটা হাত করেছি!
ইয়োক্‌চ!
চুই!
আরিব্বাস! আজ দেখছি আমার খুবই ব্যস্ততার দিন এসো, কেল্টু—চোট খেয়ে গজিয়ে ওঠা তোমার ঐ বিশ্রী আবটা ব্যাণ্ডেজ করে দিই।
খাবার ঘর
খুবই দুঃখের ব্যাপার, কেল্টুদা! দইবড়া গায়েবের চেষ্টার অভিযোগে আজ তোমার খাওয়া বন্ধ! তোমার ভাগের দইবড়া আজ আমাদের ভাগ করে দেবে।
হিঃ হিঃ!
ওঃহোঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

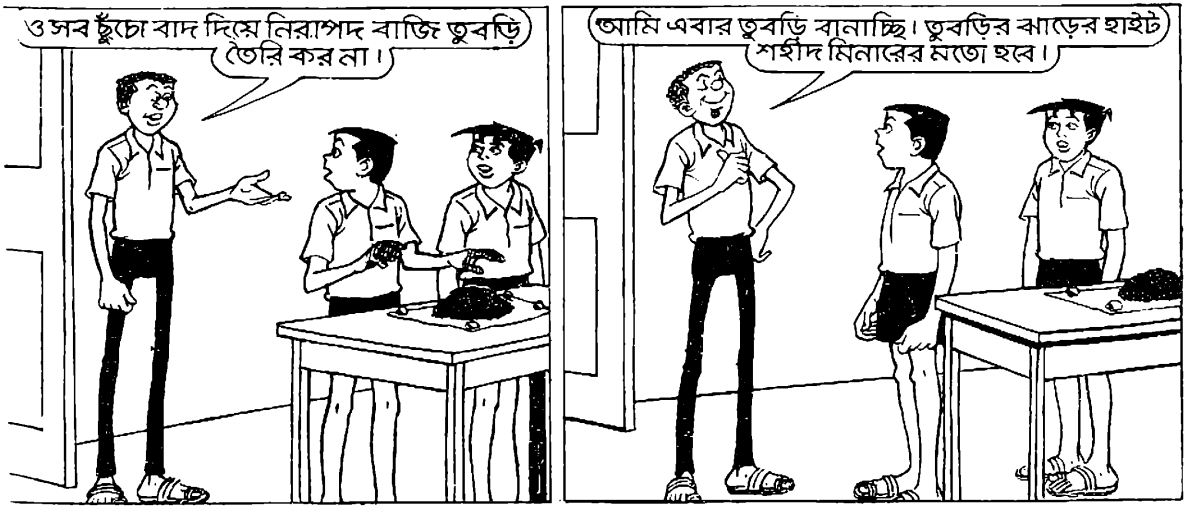

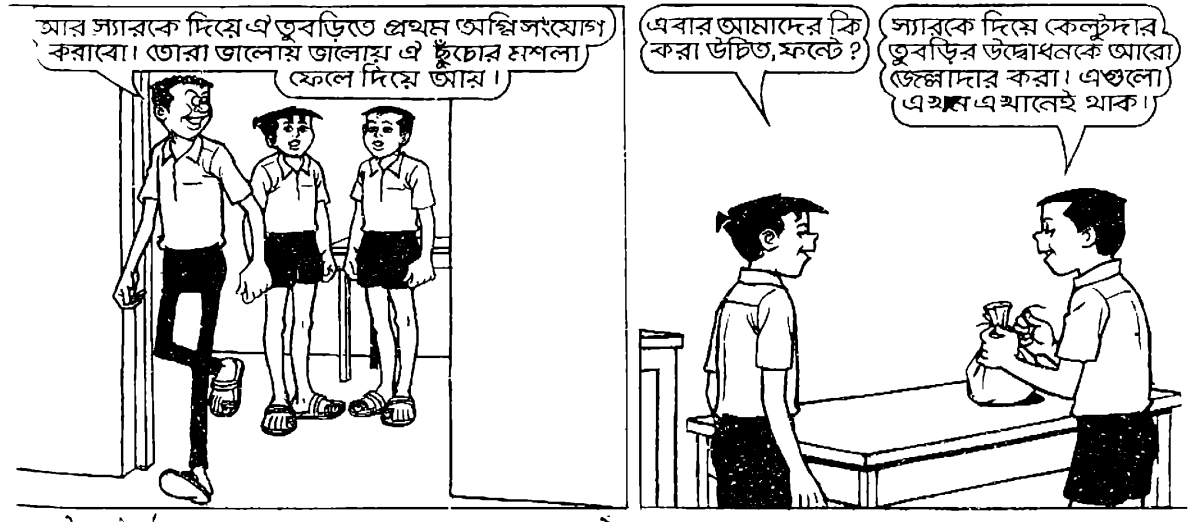

ওদিকে
এই, পোঁটকা টেবিলের ওপর ডুবড়ির মশলার ঠোঙা রেখে এসেছি, চট করে নিয়ে আয়। খেলে ঠাসতে হবে।
এখুনি আনছি, কেলুদা!
কোন ঘরের টেবিলে তা তো জিজ্ঞেস করা হয় নি!
ঐ তো ঠোঙাটা ওখানে টেবিলের ওপরে রয়েছে।
মশলা পোরা হয়ে গেছে এবার ভালো করে মাটি ঠাসতে হবে।
এবার গিনেস বুকে তোমার নাম উঠে যাবে কেলুদা!
কি ব্যাপার? তোরা কি মনে করে?
স্যার! আমি যে অসাধারণ ডুবড়ি তৈরি করেছি তার একটাতে প্রথম আপনি অগ্নিসংযোগ করবেন।
সেই মতো সেদিন রাত্রে
অ্যাই মরেচে! কেলুদার ডুবড়ি যে ছুঁবড়ি হয়ে স্যারকে তাড়া করেছে!
ওরে গেলুম রে! হতচ্ছাড়া চিমড়ে মর্কট! আমাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা! আগে ফিরি তারপর তোর ছিরি কি করে পাল্টাই দেখতে পাবি।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে আর ফন্টে আপাততঃ বোর্ডিংএ নেই তাই নিশ্চিন্ত মনে–
ভাঙা হইতেছে
উল্লাস! সসেজ ভাজার এমন মিষ্টি সুবাস আসছে কোত্থেকে!
আরে সাবাশ! পাহারাদার লোকটা জলযোগের জন্যে সসেজ ভাজছে!
এইযে! এইমাত্র আমি দেখে এলাম যেখানে বাড়ি ভাঙা হচ্ছে সেখানে কিছু ছেলে খেলে বেড়াচ্ছে!
মরেছে! আমাকে ওদের পিছনে ছুটতে হবে!
হিঃহিঃ! এবার আমি লাফ মেরে এটা টপকে যাবো আর ভর্জিত সসেজ হাতিয়ে নেবো!
ইরক!
মড়াৎ!
গেছিরে! তক্তা খোলায় পড়েছি!
!
গরর! পাজি, হতচ্ছাড়া! কষ্ট করে তোর আমার খাবার নষ্ট করার জন্যে তোকে শিক্ষা দিয়ে দি!
ঠনাৎ!
ওয়াহ্!
সসেজ
আমি [illegible] কিছু সসেজ [illegible] জন্যে কর্মশিক্ষার জন্যে নিয়ে তেজে খাবো!

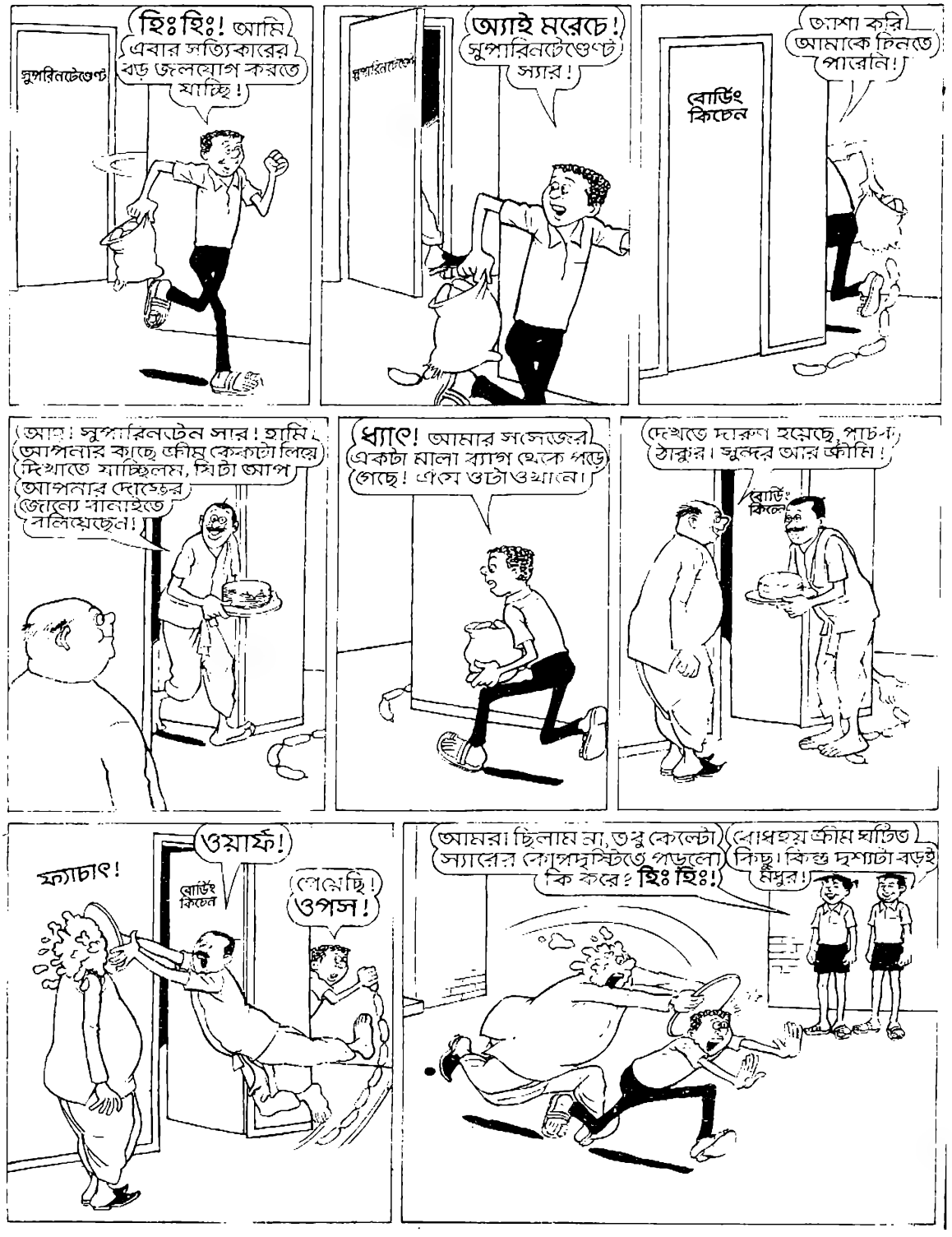
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট
হিঃ হিঃ! আমি এবার সত্যিকারের বড় জলযোগ করতে যাচ্ছি!
অ্যাই মরেচে! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
বোর্ডিং কিচেন
আশা করি আমাকে চিনতে পারোনি!
আরে! সুপারিনটেন সার! হামি আপনার কাছে ক্রীম কেকটা লিয়ে দিখাতে যাচ্ছিলম, সিটা আপ আপনার দোস্তের জোন্যে বানাইতে বলিয়েছেন!
ধ্যাৎ! আমার সন্দেজের একটা মালা ব্যাগ থেকে পড়ে গেছে! এসে ওটাওখানে!
দেখতে দারুণ হয়েছে, পাচনা ঠাকুর। সুন্দর আর ক্রীমি!
বোর্ডিং কিচেন
ফ্যাচাৎ!
ওয়ার্ফ!
বোর্ডিং কিচেন
পেয়েছি! ওপস!
আমরা ছিলাম না, তবু কেকটা স্যারের কোপদৃষ্টিতে পড়লো কি করে? হিঃ হিঃ!
বোধহয় ক্রীম ঘটিত কিছু। কিন্তু দৃশ্যটা বড়ই মধুর!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

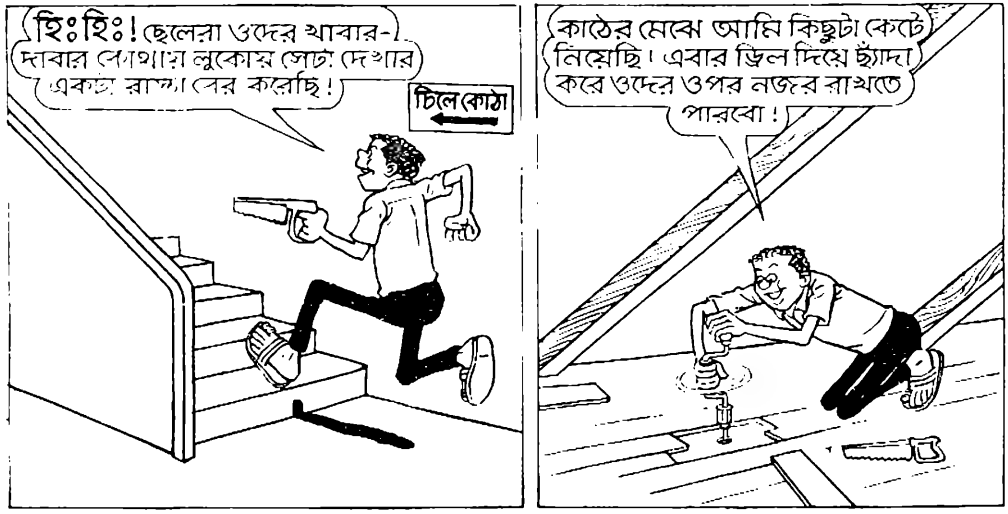

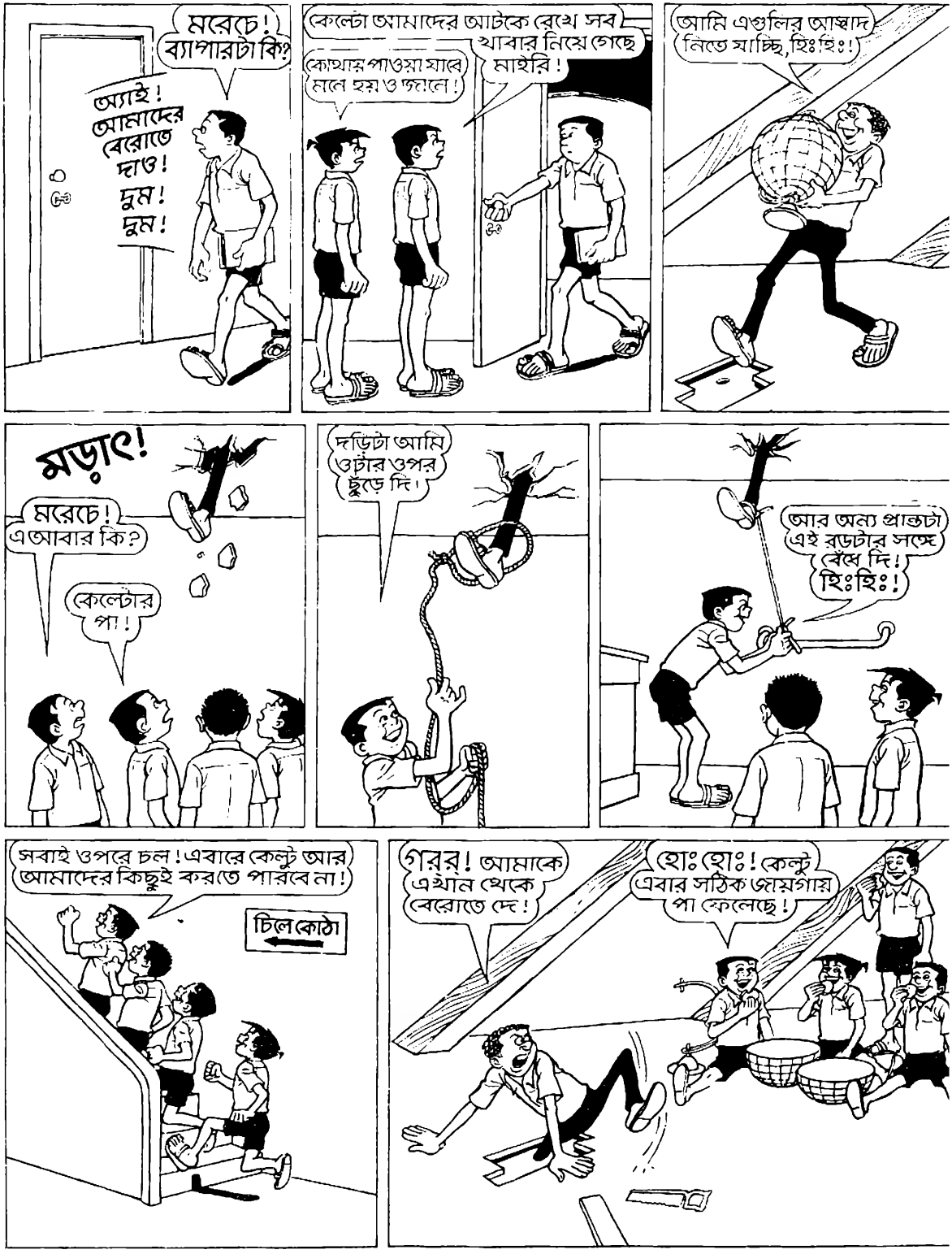
মরেচে! ব্যাপারটা কি?
অ্যাই! আমাদের বেরোতে দাও! দুম! দুম!
কেল্টো আমাদের আটকে রেখে সব খাবার নিয়ে গেছে
কোথায় পাওয়া যাবে মনে হয় ও জানে!
মাইরি!
আমি এগুলির আস্বাদ নিতে যাচ্ছি, হিঃহিঃ!
মড়াৎ!
মরেচে! এ আবার কি?
কেল্টোর পা!
দড়িটা আমি ওটার ওপর ছুঁড়ে দি।
আর অন্য প্রান্তটা এই বড়টার সঙ্গে বেঁধে দি! হিঃহিঃ!
সবাই ওপরে চল! এবারে কেল্টু আর আমাদের কিছুই করতে পারবে না!
চিলে কোঠা
গররর! আমাকে এখান থেকে বেরোতে দে!
হোঃ হোঃ! কেল্টু এবার সঠিক জায়গায় পা ফেলেছে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

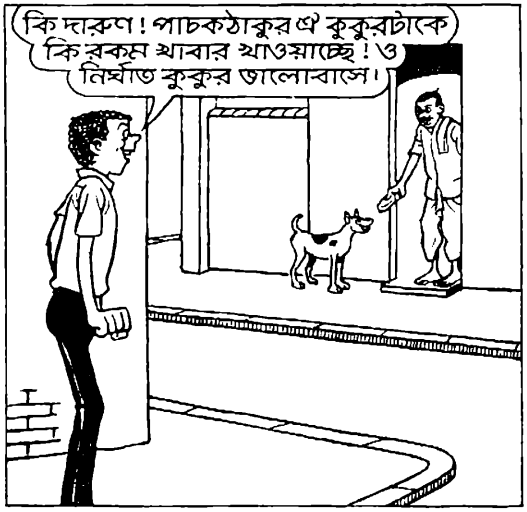

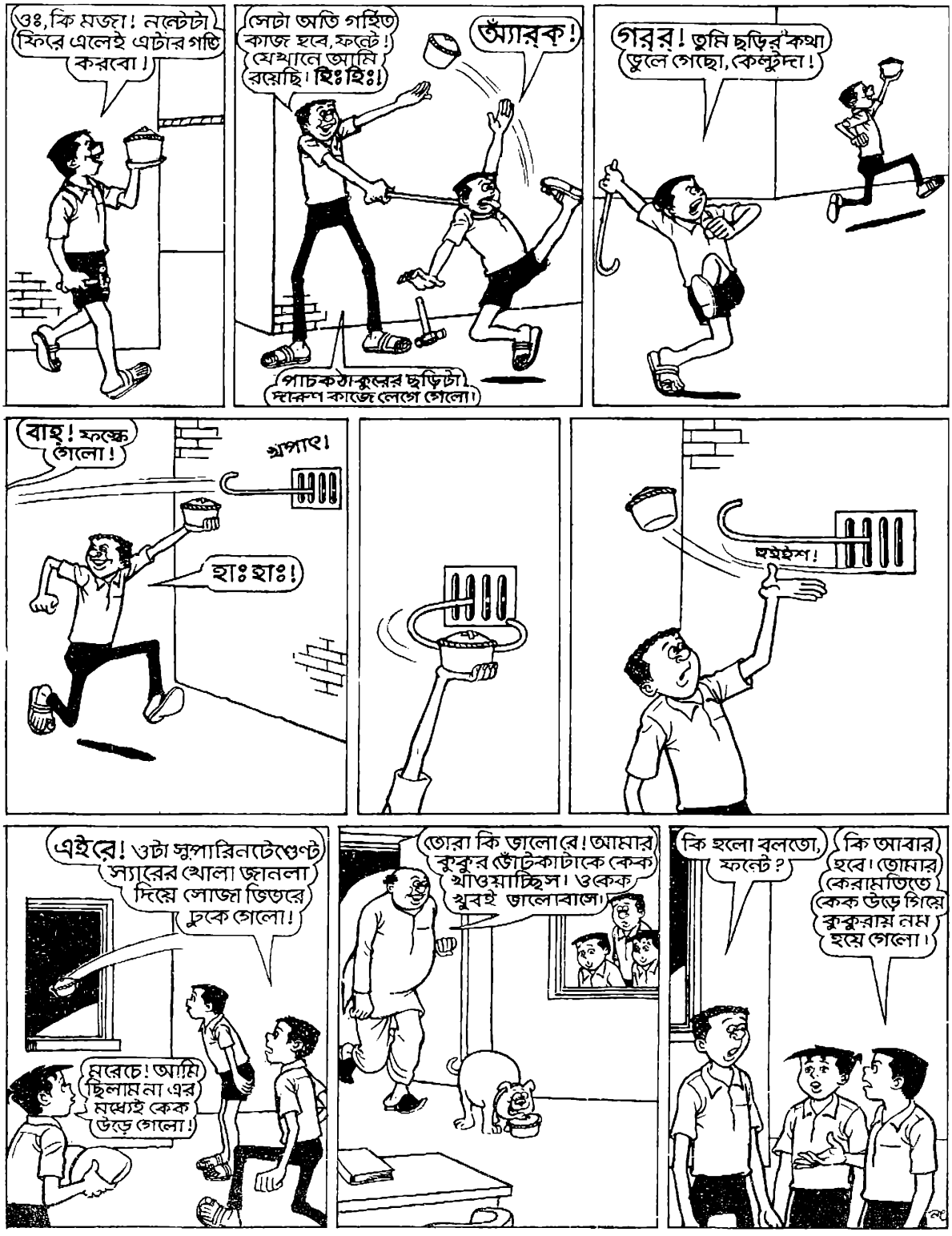
ওঃ, কি মজা! নন্টেটা ফিরে এলেই এটার গতি করবো!
সেটা অতি গর্হিত কাজ হবে, ফন্টে! যেখানে আমি রয়েছি। হিঃহিঃ!
অ্যাঁরক্!
পাচকঠাকুরের ছড়িটা দারুণ কাজে লেগে গেলো।
গর্‌র! তুমি ছড়ির কথা ভুলে গেছো, কেলুদা!
বাহ্! ফস্কে গেলো!
খপাৎ!
হাঃহাঃ!
হুম্‌হুশ!
এইরে! ওটা সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের খোলা জানলা দিয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে গেলো!
মরেচে! আমি ছিলাম না এর মধ্যেই কেক উড়ে গেলো!
তোরা কি ভালো রে! আমার কুকুর ভোঁটকাটাকে কেক খাওয়াচ্ছিস। ওকেক খুবই ভালোবাসে।
কি হলো বলতো, ফন্টে?
কি আবার হবে। তোমার কেরামতিতে কেক উড়ে গিয়ে কুকুরায় নম হয়ে গেলো।

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
কি শয়তানি! যন্ত্রপাতি রাখার ঘর থেকে মই নিয়ে এসে নন্টেটা স্কুলে কিচেন থেকে মাল হাতাবার তাল করছে।
চমৎকার, এবার ওর বিচ্ছিরি পতন ঘটবে!
হিঃ হিঃ!
কি মনোরম একটা বড়ো ক্রীম কেক!
হেল্প! আমি পড়ে যাচ্ছি!
হোঃ হোঃ! নন্টের উদ্দেশ্য ভণ্ডুল করার জন্যে আমি এই উপায় অবলম্বন করেছি!
ওফ!
গররর! একবার শুধু আমার হাত তোমার গায়ে লাগাতে দেও!
হিঃ হিঃ! আমাকে ধরলে তা লাগাবি!
বোর্ড মিটিংয়ে যেতে কয়েক মিনিট দেরী হয়ে গেলো! আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে!
ওরে বাবারে! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!

ও থেমে গেছে! এবার আমি মইটা ওর কাছ থেকে কেড়ে নেবো!
দুঃখিত, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
এবার আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দেবো!
গররর! কদাকার উচ্চিংড়ে! আমি তোকে...
না, নন্টে!
ইরক্! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
আরো তাড়াতাড়ি, কেল্টু! শয়তানটাকে পালাতে দিস না!
সুপারিনটেণ্ডেণ্ট সাহেবের অর্ডার দেওয়া এই কেকগুলো বোর্ডিংয়ের কিচেনে রেখে আয়!
পাজিটাকে আমরা এই মইটা দিয়ে গুতোবো!
উরক্!
হিয়াও, স্যার! ও লাফ মেরে ওর জানালা গলে ভিতরে চলে গেলো!
উফস!
হুপ্পড় ফুঁড়ে এসে কেক ঢুকে পড়েছে রে, নন্টে!
ছপ্পড় ফুঁড়ে নয় রে, জানালা ফুঁড়ে এসেছে! এবার মইয়ের ওপর জানলাটা বন্ধ করে দি!
নন্টে আর ফন্টে! এখুনি আমাদের মুক্ত করে দে!
অবশ্যই, স্যার! শুধু আমরা যতো তাড়াতাড়ি পারি কেকগুলি শেষ করি তারপর!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

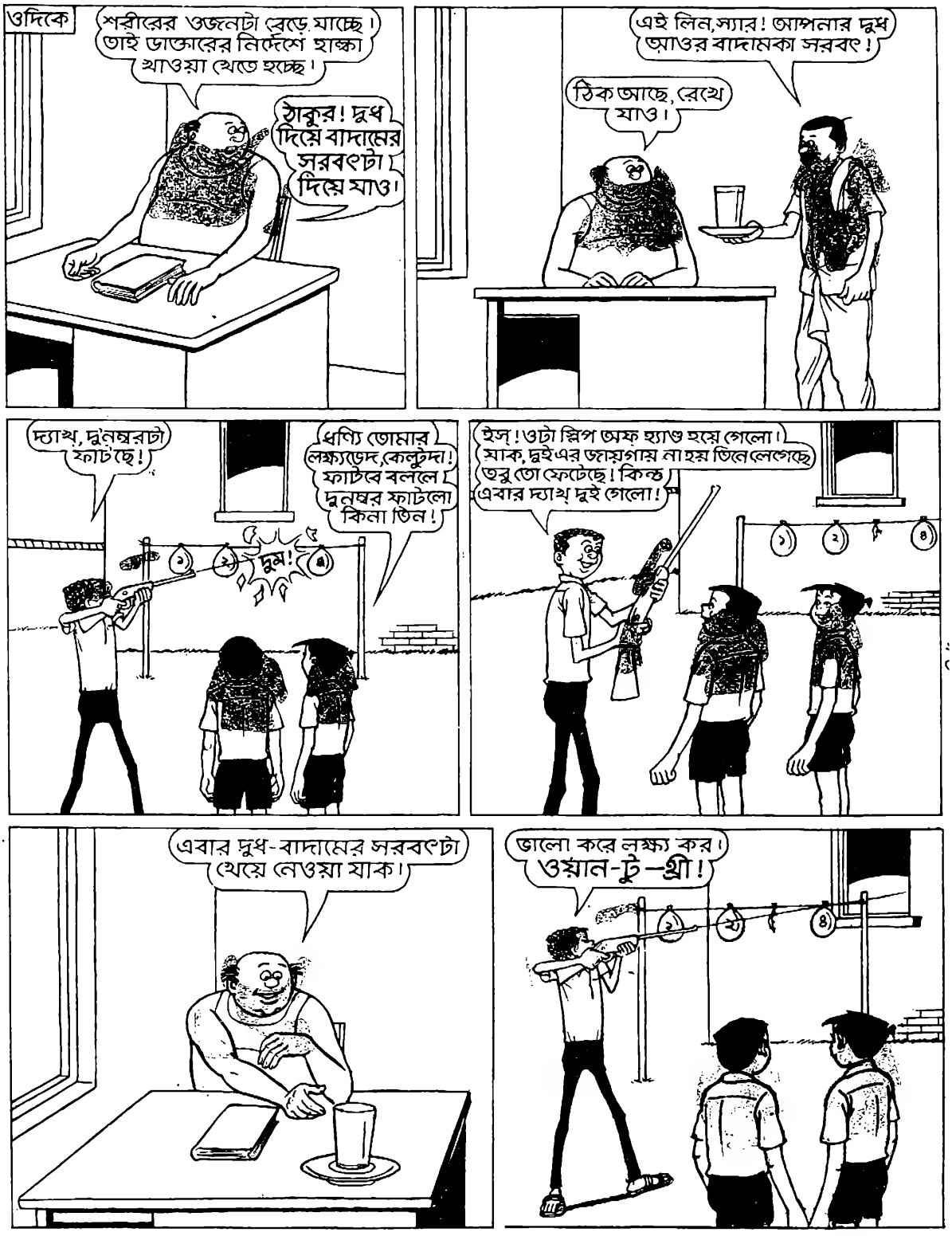
ওদিকে
শরীরের ওজনটা বেড়ে যাচ্ছে। তাই ডাক্তারের নির্দেশে হাল্কা খাওয়া খেতে হচ্ছে।
ঠাকুর! দুধ দিয়ে বাদামের সরবৎটা দিয়ে যাও।
এই লিন,স্যার! আপনার দুধ আওর বাদামকা সরবৎ!
ঠিক আছে, রেখে যাও।
দ্যাখ, দু'নম্বরটা ফাটছে!
ধণ্যি তোমার লক্ষ্যভেদ,কেলুদা! ফাটবে বললে দু'নম্বর ফাটলো কিনা তিন!
দুম!
ইস্! ওটা স্লিপ অফ হ্যাণ্ড হয়ে গেলো। যাক, দুইএর জায়গায় না হয় তিনে লেগেছে তবু তো ফেটেছে! কিন্তু এবার দ্যাখ্ দুই গেলো!
এবার দুধ-বাদামের সরবৎটা খেয়ে নেওয়া যাক।
ভালো করে লক্ষ্য কর। ওয়ান-টু—থ্রী!

ওহপস।
ঝনন
আমার সরবৎ খাওয়া পণ্ড করলো কোন পাষণ্ড রে?
তুমি লক্ষ্যভেদ ঠিকই করেছো, কেল্টুদা। তবে বেলুনের বদলে স্যারের গ্লাস।
এয়ার গানটা একটু ধর, আমি স্যারকে বুঝিয়ে বলছি।
১
২
৪
এটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে স্যারকে কি বোঝাবে, কেল্টুদা?
এটাই বোঝাবো যে, লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে স্যারের গেলাসটা তুই ভেদ করেছিস!
হতচ্ছাড়া কেল্টোটা কি ঘোড়েল দেখেছিস? নিজে দোষ করে বেমালুম আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে!
হতভাগাটার সঙ্গে ওর লক্ষ্যভেদ দেখতে এসে ফেঁসে গেলুম, মাইরি!
তোরা আমার খাওয়া পণ্ড করেছিস তাই তোদের দুপুরের খাওয়া বন্ধের দণ্ড দিলাম।
কিন্তু, স্যার! ঘটনাটা হচ্ছে—
রাতের খাওয়াও বন্ধ!
মরেচে! বলতে গেলেই শাস্তি বেড়ে যাচ্ছে। চেপে যা, ফন্টে!

নিশানা প্র্যাকটিসের যদি এতোই শখ তবে জলার হাঁস বকের ওপর কর না। প্র্যাকটিসও হবে আর নিশানায় লেগে গেলে খাওয়াও যাবে।
আর ডাক্তারের নির্দেশ তো আমার ওপর রয়েইছে পুরুস্টু পক্ষিমাংস আহারের জন্যে।
ঠিক আছে, স্যার। আমি আপনাকে পক্ষি শিকার করে খাওয়াবো।
পরে
হেঃ হেঃ! কায়দা করে ওদের ঘাড়ে দোষটা চাপিয়েছি। ডাগ্যিস স্যার ধরতে পারে নি!
দোষীর বদলে নির্দোষেরা শাস্তি পেলো! পাল্টা সুযোগ আসবেই তখন দেখবো!
শোন! কেল্টোর সঙ্গে আমরা এমন ব্যবহার করবো যাতে ও মনে করে ওর এই কাজে আমরা কিছু মনে করি নি।
তারপর মওকা পেলেই দেখাবো কি করে কি হয়!
কেল্টুদা! খেলাধূলায় পদক প্রাপ্তির জন্যে তোমার দেশকে চাগিয়ে তোলার কর্মসূচীর কি হলো?
আবার অলিম্পিকের অনেক দেরী। তাই এখন স্যারের জন্যে পক্ষীর ওপর লক্ষ্যভেদ করবো স্থির করেছি।
কিন্তু, কেল্টুদা, হাঁস বকের গায়ে তো নম্বর নেই যে, তুমি একে নিশানা করলে দুইয়ে লেগে যাবে!
আরে ওটা কোন ব্যাপারই নয়। তবে স্যারের উপদেশ আমাকে দারুণ উদ্বুদ্ধ করেছে! কালই আমার নিশানা কেমন, দেখতে পাবি।
নান্টু ফান্টু / ২০

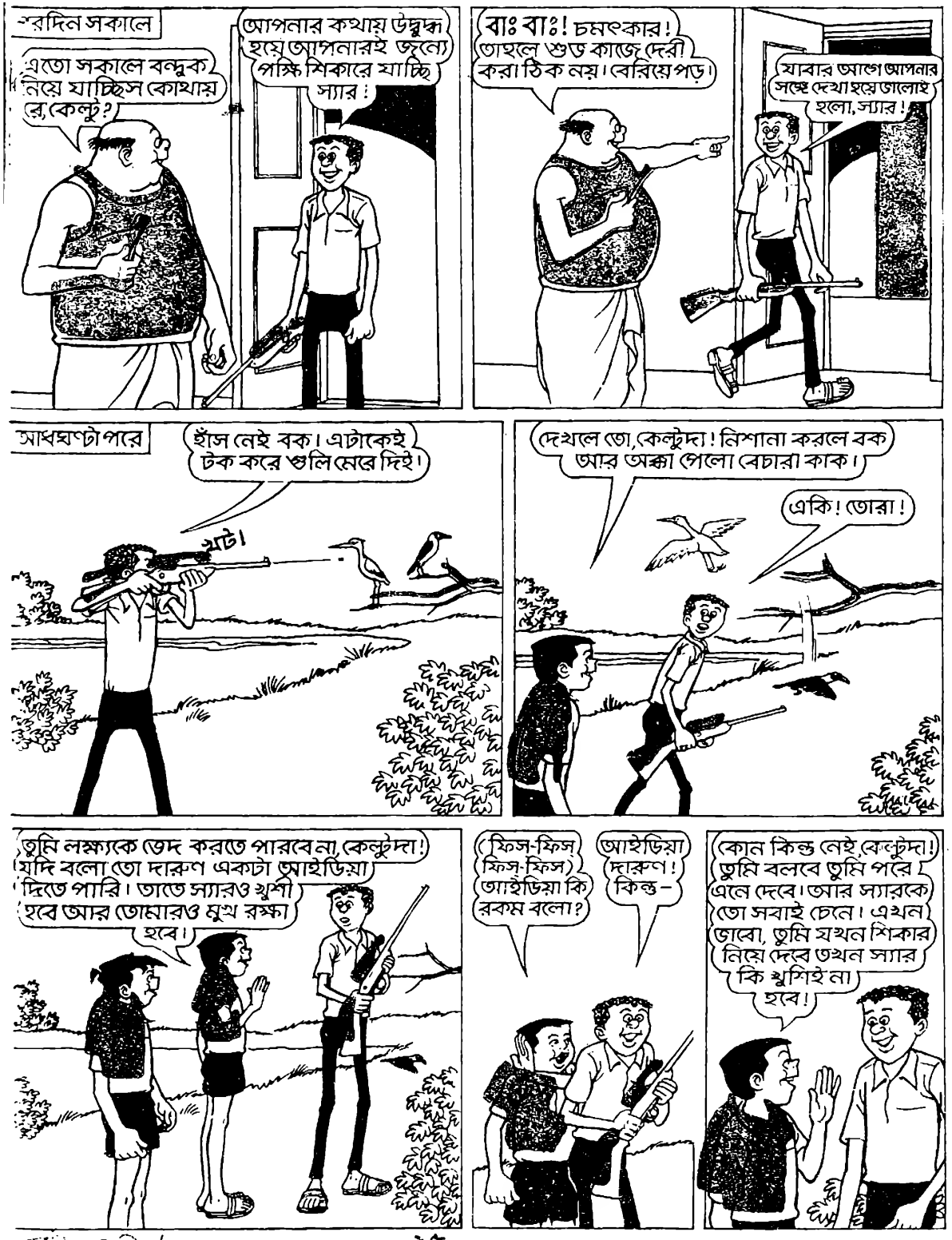
পরদিন সকালে
এতো সকালে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিস কোথায় রে, কেলটু?
আপনার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারই জন্যে পক্ষি শিকারে যাচ্ছি স্যার!
বাঃ বাঃ! চমৎকার! তাহলে শুভ কাজে দেরী করা ঠিক নয়। বেরিয়ে পড়।
যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো, স্যার!
আধঘণ্টা পরে
হাঁস নেই বক। এটাকেই টক করে গুলি মেরে দিই।
শট।
দেখলে তো, কেলটুদা! নিশানা করলে বক আর অক্কা পেলো বেচারা কাক।
একি! তোরা!
তুমি লক্ষ্যকে ভেদ করতে পারবে না, কেলটুদা! যদি বলো তো দারুণ একটা আইডিয়া দিতে পারি। তাতে স্যারও খুশী হবে আর তোমারও মুখ রক্ষা হবে।
(ফিস-ফিস ফিস-ফিস) আইডিয়া কি রকম বলো?
আইডিয়া দারুণ! কিন্তু –
কোন কিন্তু নেই, কেলটুদা! তুমি বলবে তুমি পরে এনে দেবে। আর স্যারকে তো সবাই চেনে। এখন ভাবো, তুমি যখন শিকার নিয়ে দেবে তখন স্যার কি খুশিই না হবে!

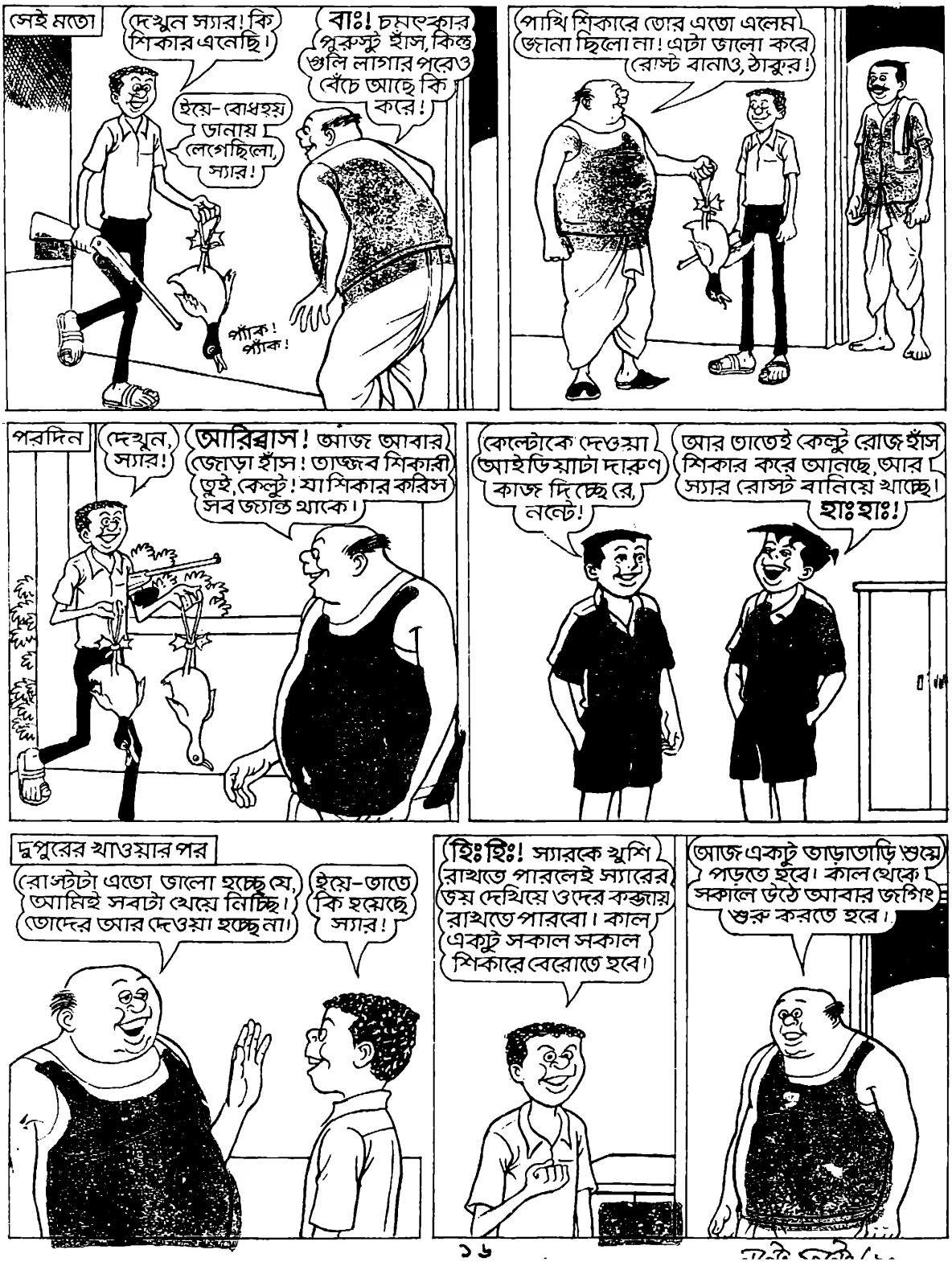
সেই মতো
দেখুন স্যার! কি শিকার এনেছি!
ইয়ে- বোধহয় ডানায় লেগেছিলো, স্যার!
প্যাঁক! প্যাঁক!
বাঃ! চমৎকার পুরুস্টু হাঁস, কিন্তু গুলি লাগার পরেও বেঁচে আছে কি করে!
পাখি শিকারে তোর এতো এলেম জানা ছিলো না! এটা ভালো করে রোস্ট বানাও, ঠাকুর!
পরদিন
দেখুন, স্যার!
আরিব্বাস! আজ আবার জোড়া হাঁস! তাজ্জব শিকারী তুই, কেল্টু! যা শিকার করিস সব জ্যান্ত থাকে।
কেল্টোকে দেওয়া আইডিয়াটা দারুণ কাজ দিচ্ছে রে, নন্টে!
আর তাতেই কেল্টু রোজ হাঁস শিকার করে আনছে, আর স্যার রোস্ট বানিয়ে খাচ্ছে।
হাঃহাঃ!
দুপুরের খাওয়ার পর
রোস্টটা এতো ভালো হচ্ছে যে, আমিই সবটা খেয়ে নিচ্ছি। তাদের আর দেওয়া হচ্ছে না।
ইয়ে-তাতে কি হয়েছে স্যার!
হিঃহিঃ! স্যারকে খুশি রাখতে পারলেই স্যারের ভয় দেখিয়ে ওদের কব্জায় রাখতে পারবো। কাল একটু সকাল সকাল শিকারে বেরোতে হবে।
আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে হবে। কাল থেকে সকালে উঠে আবার জগিং শুরু করতে হবে।

পরদিন
আজই আমার শেষ শিকার! এবার পক্ষি শিকারের ঝক্কিটা কায়দা করে নন্টে আর ফন্টের ঘাড়ে চাপাতে হবে।
ওদিকে
কেলুটর শিকার করা হাঁসের রোস্ট এবং জগিং করলেই শরীর হাল্কা হয়ে যাবে।
স্যার জগিং করতে বেরোলো রে, নন্টে!
কেলুটাও বেরিয়েছে। চল আমরাও যাই, ফন্টে!
কিন্তু
এই যে, আপনিই তো ছার ছুপারিনটিন বাবু?
হ্যাঁ, আমিই সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, কিন্তু আপনি?
আপনি আমাকে চ্যানবেন না কিন্তুক আমার হাঁস ক্যামন খ্যায়াছেন কন, ছার!
কিন্তু সে আপনার হাঁস কেন হবে! সে তো আমার বোর্ডিং স্কুলের ছেলে শিকার করে আনতো!!
হাঃহাঃ! আপনাকে তাই বুলছে বুঝি! উই জলায় হাঁস আসে না। আর উই বাবুর তো বন্দুকে টিপাও নাই! বক মারতে গিয়া কাক মারতে দেখ্যাছি আমি। তাই আমার কাছ থেক্যা হাঁস আনলো, বুললো পরে আপনার কাছ থেক্যা নিয়া দাম দিয়া দিবে।
তার মানে আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী! আমার সঙ্গে দুনম্বরী! ঐ যে আসছে বিটকেলটা। আপনি একটু আড়ালে দাঁড়ান তো।

হাঁসওয়ালা নেই, মরুক গে! আজ স্যারকে বলবো যে, নন্টে স্যার ফন্টেকে আপনি রোস্ট দেননি। সেই রাগে ওরা কার কাছ থেকে আপনার নাম করে হাঁস এনে নিজেরা খেয়েছে!
হিঃ হিঃ!
আজ হাঁস শিকার করতে পারিস নি বুঝি? তাতে কি হয়েছে। তোর এয়ারগানটা একটু দেখি।
হ্যাঁ, স্যার! নিন, স্যার!
দু একটা ছিলো, স্যার। আমি আস্তে আস্তে বন্দুক বাগিয়ে যেই – ইরক্!
কি হলো? কথার খেই হারিয়ে ফেললি কেন?
এই তো শিকারীবাবু!
হতচ্ছাড়া, ধাপ্পাবাজ, ছুঁচো, মর্কট! আমার পয়সা দিয়েই আমাকে হাঁস খাইয়ে আবার হাঁস শিকারের বাহাদুরী! আজ আমি তোকে শিকার করবো!
স্যারের কি টিপ রে, মাইরি! অলিম্পিকে পাঠালে নির্ঘাত সোনা!
অপারেশন কেল্লু সফল।
পালাচ্ছিস কোথায় হতচ্ছাড়া?
ওরে বাবারে! গেছিরে!

নন্টে আর ফন্টে

রণ দেবনাথ

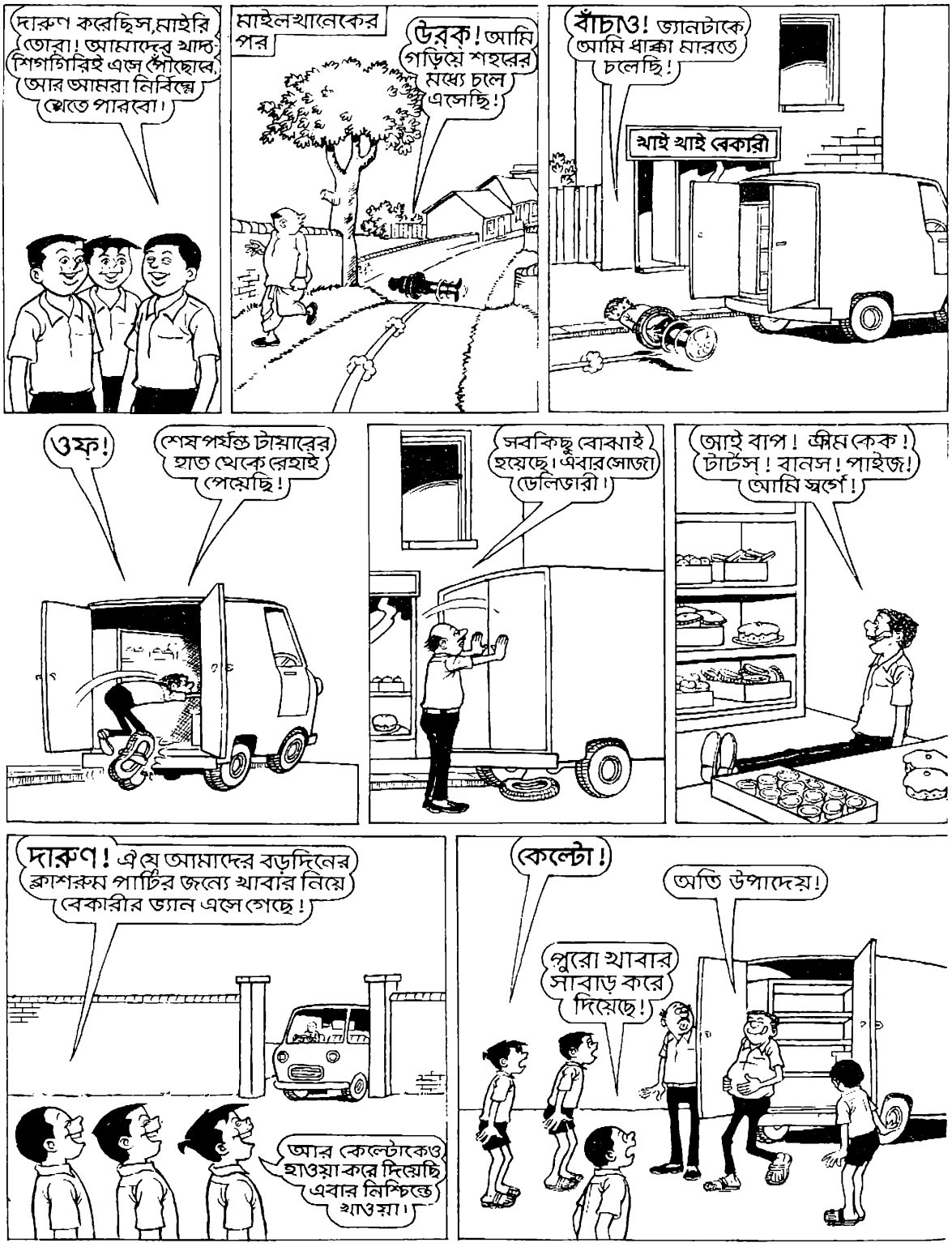
দারুণ করেছিস,মাইরি তোরা! আমাদের খাদ্য শিগগিরিই এসে পৌঁছোবে, আর আমরা নির্বিঘ্নে খেতে পারবো।
মাইলখানেকের পর
উরক্! আমি গড়িয়ে শহরের মধ্যে চলে এসেছি!
বাঁচাও! ভ্যানটাকে আমি ধাক্কা মারতে চলেছি!
খাই খাই বেকারী
ওফ্!
শেষপর্যন্ত টায়ারের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি!
সবকিছু বোঝাই হয়েছে। এবার সোজা ডেলিভারী।
আই বাপ! ক্রীম কেক! টার্টস্! বানস! পাইজ! আমি স্বর্গে!
দারুণ! ঐ যে আমাদের বড়দিনের ক্লাশরুম পার্টির জন্যে খাবার নিয়ে বেকারীর ভ্যান এসে গেছে!
আর কেল্টোকেও হাওয়া করে দিয়েছি এবার নিশ্চিন্তে খাওয়া।
কেল্টো!
অতি উপাদেয়!
পুরো খাবার সাবাড় করে দিয়েছে!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

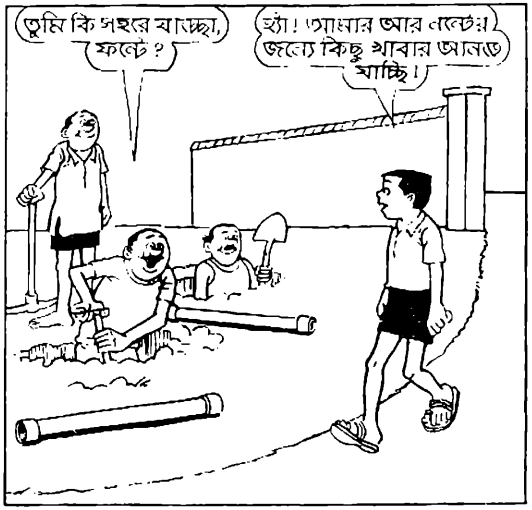

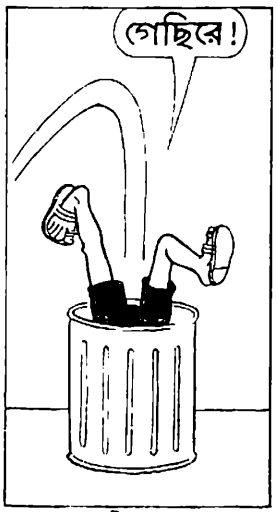

হাঃ হাঃ! ও দরজা ভেঙে চুরে বেরিয়ে যাচ্ছে!
কুকুর হইতে সাবধান
আরঘহ্!
মরেচে! কুকুরটা বেরিয়ে পড়েছে! হেল্প!
ঘেউ! ঘেউ!
উফ্! আমি একেবারে সঠিক সময়ে এই বেড়াটার ওপর দিয়ে লাফিয়েছি!
ঘেউ! ঘেউ!
গেছিরে!
ফলে আমাদের জন্যে দে বিয়ে শিগগিরই এখানে আসবে!
যতো শিগগির হবে ততোই ভালো! ক্ষিদেয় মরছি!
ওয়াহ্! এ দেয়ের কাপ ভেঙে গেলো!
উরপস্!
ইরক্!
থ্যাপ!
থ্যাপ!
হিঃ হিঃ! তখন কেল্টু আমাকে পাক খাইয়েছিলো!
আমার দে আমাকেই ছুঁড়ে মারা অ্যাঁঃ? এই লে পাল্লা!
আর এবারে কেল্টু পাক খাচ্ছে আর হাঁক ছাড়ছে হাঃ হাঃ!
ওয়াহ্! গেলুম! উরফ্! উফ্!

নন্টে আর ফন্টে
দেবনাথ
একটা ক্রিকেট বল লেগে আমার চোখটা কালো হয়ে গেছে, পাঁচকড়ি কুর! আমার এই চোট খাওয়া চোখে বসাবার জন্যে কি একখণ্ড মাছ দিতে পারো? ওতে নাকি সেরে যায়?
ঠিক আছে, পরেলে এই সাবুন মাখা কাপড়া দিয়ে দেখি।
অ্যাই!
হাঃ! কালো ধুয়ে সাফ হয়ে গেছে!
গররর! কিছু খাবার হাতাবার জন্যে এটা তোর আর একটা নতুন কায়দা!
কি মনোরম উপাদেয় গন্ধ!
হিঃ হিঃ! মাছের বাজার থেকে দোকানদারের নজর এড়িয়ে এই মাছটা আমি হাতিয়ে এনেছি
উদ্যান রক্ষক ঘরে নেই! আমি ওর পোশাকটা ব্যবহার করি।
শেষপর্যন্ত আমি তাহলে তৈরি মাছভাজা খেতে যাচ্ছি!
উদ্যানে রান্না করা আইনবিরুদ্ধ! তুরন্ত কেটে পড়ো! আমি এই ভাজা মাছটা বাজেয়াপ্ত করলুম!
বাহ্!

ইরক্!
গরর্! হতচ্ছাড়া বেড়ালটা আমার ভাজা মাছটা নিয়ে পালালো।
ওটা আমার বল!
বাহ্! অলক্ষুণে হতচ্ছাড়া বল আমার ভাজা মাছ খাওয়াটাকেই হাওয়া করে দিলো! তোকেও হাওয়া করে দিচ্ছি!
অ্যাই!
বরাতটাই খারাপ! আমি বরঞ্চ এই পোশাক উদ্যান রক্ষকের ঘরে রেখে আসি।
এইযে, দুষ্টোদা! এই সেই ছেলেটা যে আমার বলটা লাথি মেরে ঝিলের মধ্যিখানে ফেলে দিয়েছে!
এদিকে আয়, তুই!
ইরক্!
দুম দাম! গদাম! ওফ! উফ!
মাছের বাজার
মরেচে! কেলুদা এইমাত্র নিজে বড় একখণ্ড মাছ কিনলো রে মাইরি!
তাহলে আমরা আর কিনবো না, কেলুদার থেকেই ভাগ বসাবো।
মাছ ভাজতে সাহায্য করলে হয়তো আমাদের কিছু ভাগ দিতে পারে।
বোর্ডিং
হিঃহিঃ!
বাহ্!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

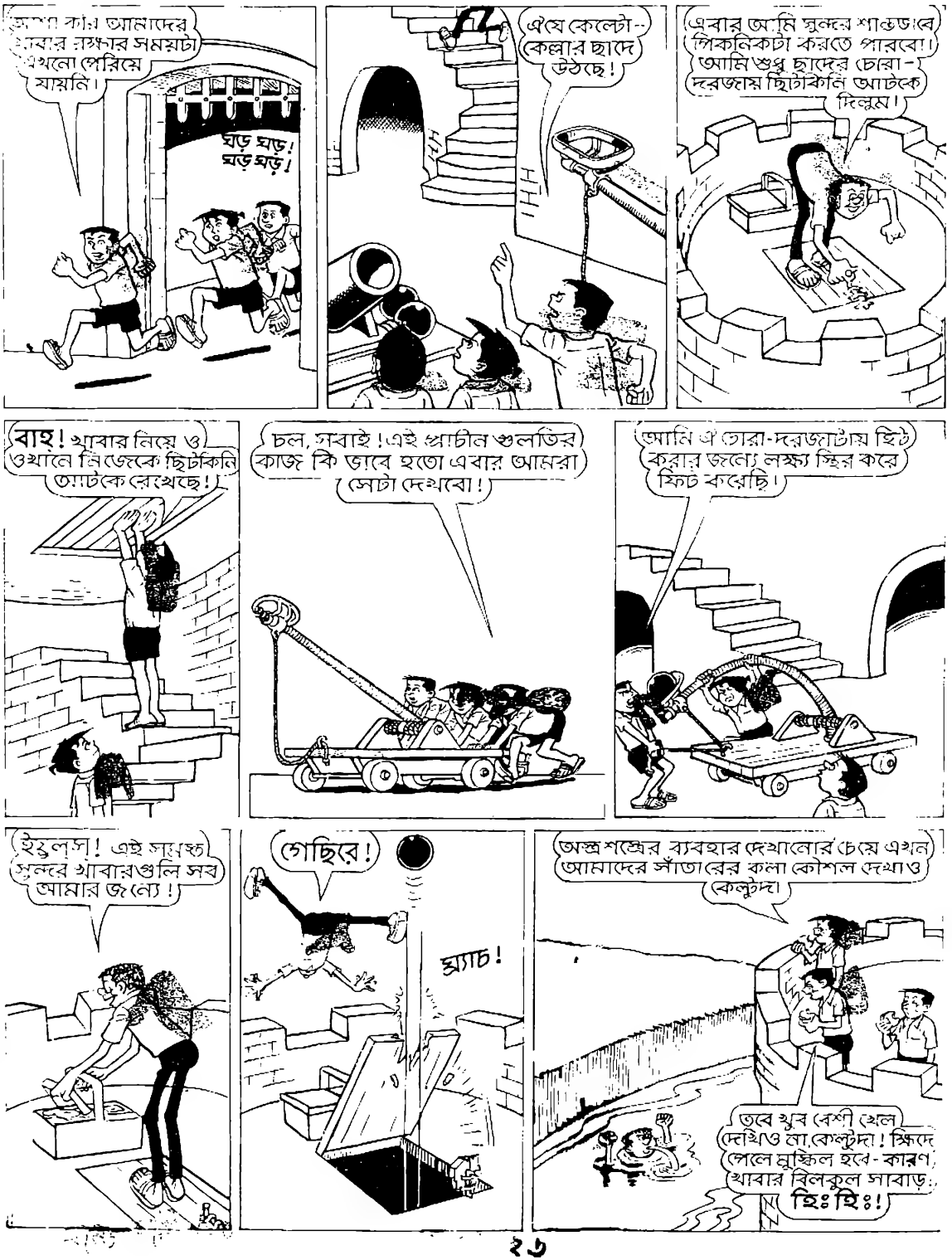
আশা করি আমাদের খাবার রক্ষার সময়টা এখনো পেরিয়ে যায়নি।
ঘড় ঘড়! ঘড় ঘড়!
ঐ যে কেল্টো-কেল্লার ছাদে উঠছে!
এবার আমি সুন্দর শান্তভাবে পিকনিকটা করতে পারবো! আমি শুধু ছাদের চোরা-দরজায় ছিটকিনি আটকে দিলুম।
বাহ! খাবার নিয়ে ও ওখানে নিজেকে ছিটকিনি আটকে রেখেছে!
চল, সবাই! এই প্রাচীন গুলতির কাজ কি ভাবে হতো এবার আমরা সেটা দেখবো!
আমি ঐ চোরা-দরজাটায় ছিট করার জন্যে লক্ষ্য স্থির করে ফিট করেছি।
ইহুলস! এই সুস্বাদু সুন্দর খাবারগুলি সব আমার জন্যে!
গেছিরে!
ম্যাচ!
অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার দেখানোর চেয়ে এখন আমাদের সাঁতারের কলা কৌশল দেখাও কেল্টুদা।
তবে খুব বেশী খেল দেখিও না কেল্টুদা! ক্ষিদে পেলে মুস্কিল হবে- কারণ খাবার বিলকুল সাবাড়।
হিঃ হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে
রায়ণ দেবনাথ
তুই কি এই বেঁটে-খাটো বইয়ের বান্ডিলগুলো আমার ঘরে নিয়ে যাবি কেকু?
(নিশ্চয়, সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার!)
এমনিতেই ক্ষুধায় ক্ষুধায় পেটে আগুন এত বইগুলি নিয়ে নিজেরটে গিয়ে সেটা আরো ভয়ানক চাগিয়ে উঠবে।
ফ্লেটটা আডট অফ স্টেশানে। তাই কিচেন থেকে হাতিয়ে আনা রোস্টকরা মাংসখণ্ডটা কাঠের হাতুড়িটা দিয়ে ঘা মেরে একটু তুলতুলে করে নি।
উরস! এই বদমাশিক্ষার। খবরটাই বেশ বড় একটুকরো রোস্টেড মাংস রয়েছে দেখছি!
আমার হাত ভর্তি, কিন্তু তাই তো আমার দাঁত দিয়ে ঐ রোস্টেড মাংসটা তুলে নিতে পারি!
ওফ!
দমাস!
আমার খাদ্য ছিনতাইয়ের ব্যাপারে এটা তোমায় শিক্ষা দেবে, কেলুদা
আঃহা! সুপারিনটেন্ডেন্টের কোনটা তাহলে একটা দারুণ আইডিয়া দিয়েছে। আমি ফ্লেটটাকে এখন থেকে লেব করতে এটাকে ব্যবহার করবে তারপর আমি ওর ঐ খাবার সাবাড় করে নেবো।
হিঃহিঃ!
(সুপারিনটেন্ডেন্ট বলেছে ফ্লেট থেকে যন্ত্রপাতি নিয়ে জোড়া আমার ঘরে ভরে আমার ওয়ানটে এক ঠিক ঠাক করে নেবো)

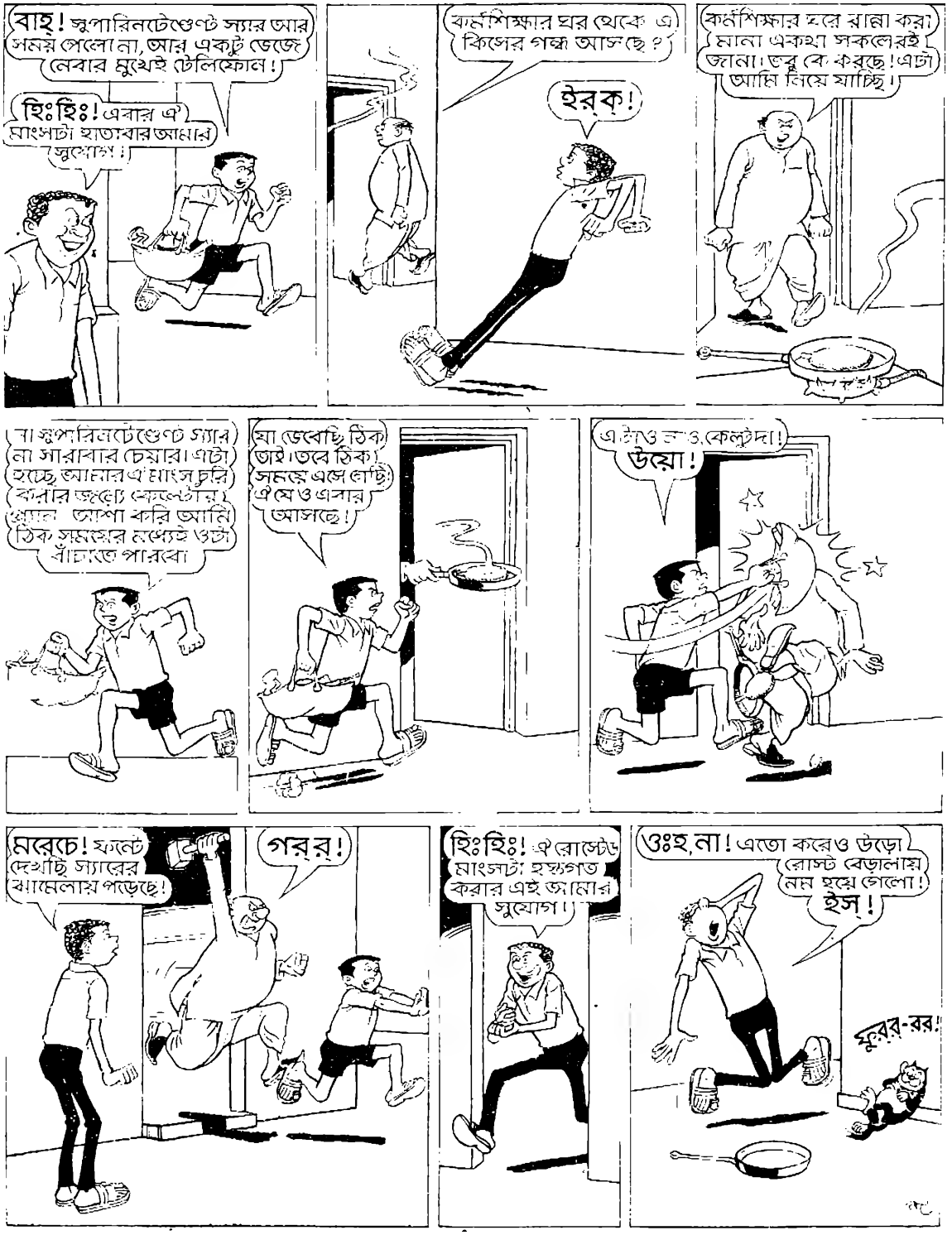
বাহ্! সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার আর সময় পেলো না, আর একটু ভেজে নেবার মুখেই টেলিফোন!
হিঃহিঃ! এবার ঐ মাংসটা হাতাবার আমার সুযোগ!
কর্মশিক্ষার ঘর থেকে এ কিসের গন্ধ আসছে?
ইরক্!
কর্মশিক্ষার ঘরে রান্না করা মানা একথা সকলেরই জানা। তবু কে করছে! এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি।
না সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার না সারাবার চেয়ার। এটা হচ্ছে আমার এ মাংস চুরি করার জন্যে কেলেঙ্কার। প্রার্থনা আশা করি আমি ঠিক সময়ের মধ্যেই ওটা বাঁচাতে পারবো
যা ভেবেছি ঠিক তাই। তবে ঠিক সময়ে এসে গেছি। ঐ যে ও এবার আসছে!
এটাও লও, কেলুদা!
উয়ো!
মরেচে! ফন্টে দেখছি স্যারের ঝামেলায় পড়েছে!
গর্র্!
হিঃহিঃ! ঐ রোস্টেড মাংসটা হস্তগত করার এই আমার সুযোগ!
ওঃহ, না! এতো করেও উড়ো রোস্ট বেড়ালায় নম হয়ে গেলো!
ইস্!
ফুর্র্-রর!

নন্টে আর ফন্টে

অরুণ দেবনাথ

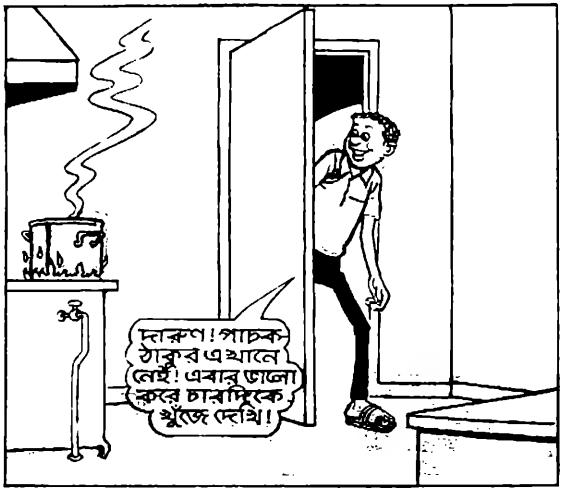

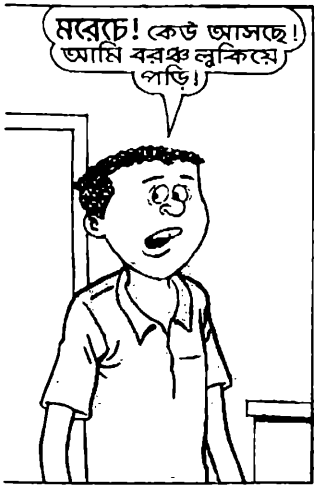

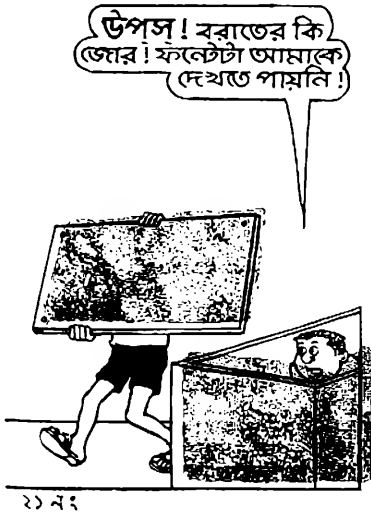

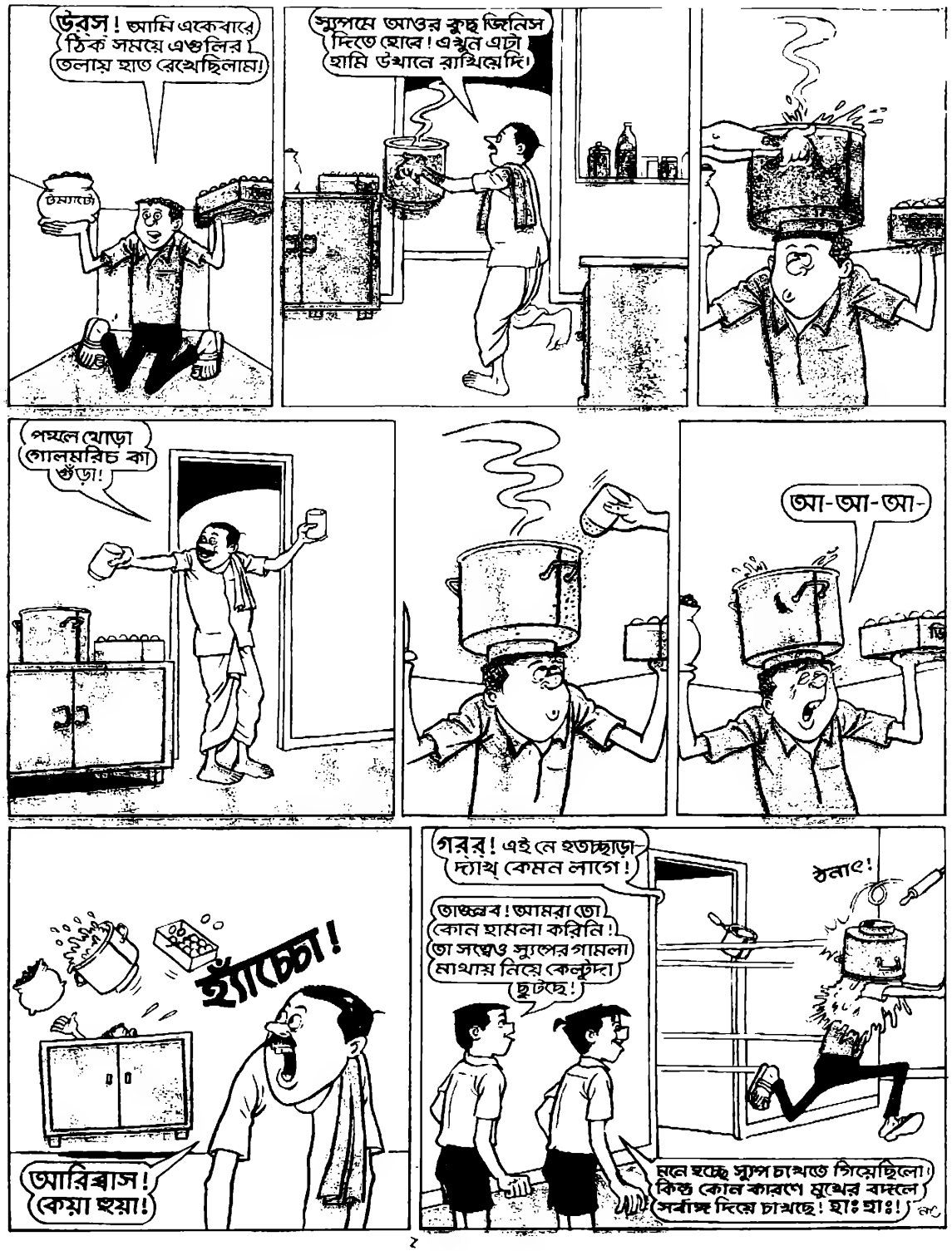
উরস! আমি একেবারে ঠিক সময়ে এগুলির তলায় হাত রেখেছিলাম!
টম্যাটো
স্যুপমে আওর কুছ জিনিস দিতে হোবে! এখুন এটা হামি উখানে রাখিয়ে দি।
পহলে থোড়া গোলমরিচ কা গুঁড়া!
আ-আ-আ-
হ্যাঁচ্চো!
আরিব্বাস! কেয়া হুয়া!
গরর! এই নে হতচ্ছাড়া দ্যাখ্ কেমন লাগে!
তাজ্জব! আমরা তো কোন হামলা করিনি! তা সত্ত্বেও স্যুপের গামলা মাথায় নিয়ে কেলুদা ছুটছে!
ঠনাৎ!
মনে হচ্ছে স্যুপ চাখতে গিয়েছিলো! কিন্তু কোন কারণে মুখের বদলে সর্বাঙ্গ দিয়ে চাখছে! হাঃ হাঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

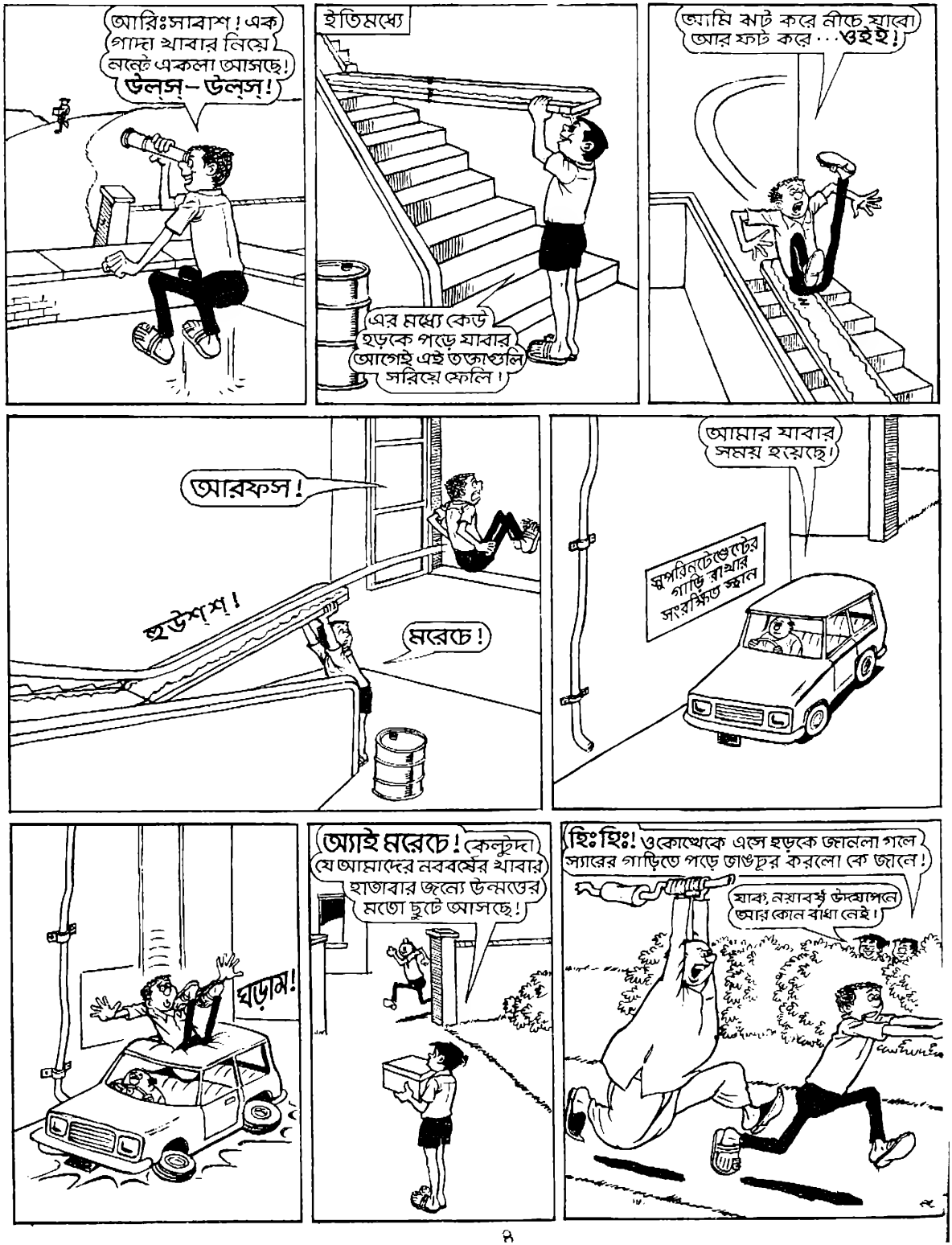
আরিঃসাবাশ! এক গাদা খাবার নিয়ে নন্টে একলা আসছে! উলস্-উলস্!
ইতিমধ্যে
এর মধ্যে কেউ হড়কে পড়ে যাবার আগেই এই তক্তাগুলি সরিয়ে ফেলি!
আমি ঝট করে নীচে যাবো আর ফাট করে···ওইই!
আরফস!
হুউশ্শ্!
মরেচে!
আমার যাবার সময় হয়েছে!
সুপরিন্টেণ্ডেন্টের গাড়ি রাখার সংরক্ষিত স্থান
ঘড়াম!
অ্যাই মরেচে! কেলুদা যে আমাদের নববর্ষের খাবার হাতাবার জন্যে উন্মত্তের মতো ছুটে আসছে!
হিঃহিঃ! ওকোত্থেকে এসে হড়কে জানলা গলে স্যারের গাড়িতে পড়ে তাণ্ডব করলো কে জানে!
যাক, নয়াবর্ষ উদ্‌যাপনে আর কোন বাধা নেই!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ফন্টে বোর্ডিং কিচেনের জন্যে দেখছি ফল আর শাকসব্জী সংগ্রহ করছে!
সব্জী ও ফলের দোকান
এটা নাও, ফন্টে।
আর এই কলার কাঁদিটাও নাও!
সব্জী ও ফলের দোকান
নিশ্চয় নেবো!
হাঃহাঃ! এখানে যা কলা আছে তা এক অথবা দুদিনের চলার পক্ষে যথেষ্ট!
কিছুটা খেয়ে নেওয়ার জন্যে এখানটা বেশ ভালো জায়গা।
একটা রোগা মতো ছেলে কলার কাঁদিটা নিয়ে ঐদিকে পালালো। মনে হচ্ছে বোর্ডিংয়ের ছাত্র টাত্র হবে!
রোগা, বোর্ডিংয়ের ছাত্র? আর বলতে হবেনা!
এই রাস্তা দিয়ে গেছে তাই ঐদিকে কলার খোসা ছিটিয়ে রেখেছে!
ইঁয়োফ্!
ইর্‌ক্! আমি ঐ বেড়াটাকে ধাক্কা লাগাতে যাচ্ছি!

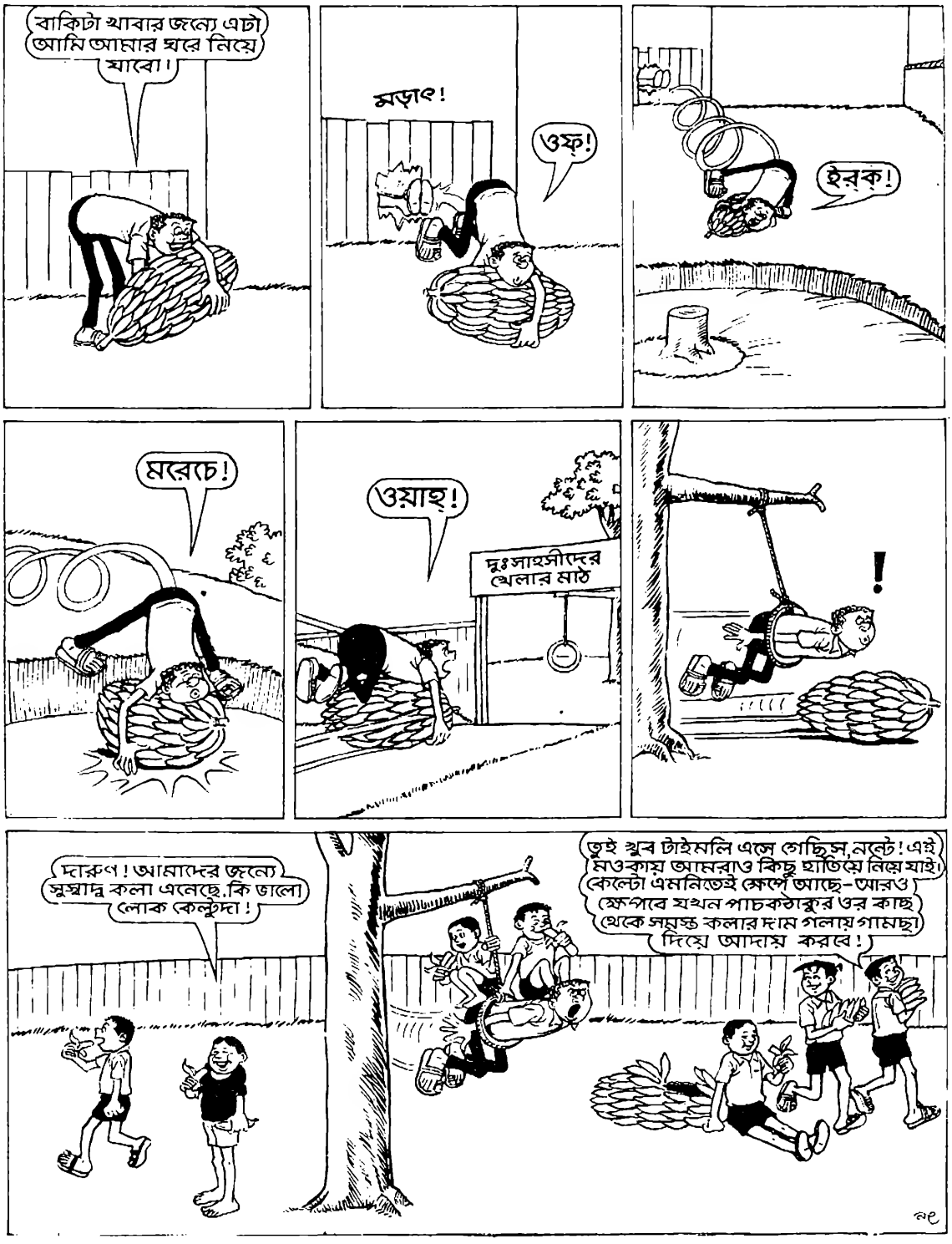
বাকিটা খাবার জন্যে এটা আমি আমার ঘরে নিয়ে যাবো!
মড়াৎ!
ওফ্!
ইরক্!
মরেচে!
ওয়াহ্!
দুঃসাহসীদের খেলার মাঠ
!
দারুণ! আমাদের জন্যে সুস্বাদু কলা এনেছে. কি ভালো লোক কেল্টুদা!
তুই খুব টাইমলি এসে গেছিস, নন্টে! এই মওকায় আমরাও কিছু হাতিয়ে নিয়ে যাই। কেল্টো এমনিতেই ক্ষেপে আছে-আরও ক্ষেপবে যখন পাচকঠাকুর ওর কাছ থেকে সমস্ত কলার দাম গলায় গামছা দিয়ে আদায় করবে!

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
নন্টে! কাগজে সবাইকে জনগণের সেবায় এগিয়ে আসতে বলেছে। আশপাশের আর্তদের নিয়ে আমরাও জনসেবা করতে পারি।
দুর্দান্ত আইডিয়া ফন্টে! চল কেলুদাকে নিয়ে স্যারের কাছে যাই।
জনসেবায় এগিয়ে আসুন
কি ব্যাপার রে? কি মনে করে, নন্টে আর ফন্টে?
আমরা একটা কাজ করতে চাই, তাই আপনার অনুমতি আর সহযোগিতা চাইতে এসেছি।
বাঃ! চমৎকার! তোরা কাজ শুরু কর, আমি অবশ্যই সহযোগিতা করবো।
চল নন্টে! কাজে হাত লাগাই।
স্যার! আর একটা কথা। আপনি খুব ভালো হোমিও ওষুধ দেন। এ সময় আপনাকে সরঞ্জাম সমেত আমাদের ক্যাম্পে উপস্থিত থাকতে হবে।
ঠিক আছে, নিশ্চয় থাকবো।
এইযে, নন্টে আর ফন্টে! কোথায় যাওয়া হয়েছিলো শুনি?
একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে স্যারের কাছে।
মহৎ কাজের জন্যে স্যারের কাছে? আমাকে না জানিয়ে! আজকাল ঘাস ডিঙিয়ে ঘোড়া খাচ্ছিস?

আর তোদের মহৎ কাজ তো বোর্ডিংয়ে খাবার স্মাগলিং করা।
না, না, কেল্টুদা! সেসব কিছু নয়। আমাদের এই মহৎ কাজে তুমিও সামিল হতে পারো। এ হচ্ছে জনসেবার কাজ।
তোদের সঙ্গে যুগ্ম মহৎ কাজে আমি নেই। আমি করলে একাই করবো।
সেটা তোমার ইচ্ছে কেল্টুদা। তুমি যা ভালো বুঝবে করবে।
ওরা বোধ হয় স্যারকে বাগিয়েছে। ঠিক আছে। ওদের শেষ হলে আমিও দেখিয়ে দেবো জনগণের সেবা কি করে করতে হয়। হেঃ হেঃ!
কিছু পরে
কেল্টুদাটা আমাদের সঙ্গে এলো না।
না আসায় ভালোই হয়েছে। থাকলে কখন কি ঝামেলা পাকিয়ে সব পণ্ড করে দিতো। চল বোর্ডিংয়ে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলি বেনাকাটার জন্যে।
সেই মতো
শোন, বন্ধুরা! পুজোর ছুটির আগে আমরা অন্তত একটা দিনের জন্যেও কিছু লোকের মুখে হাসি ফোটাতে চাই। তাই তোদের কাছে অনুরোধ তোরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যে যা পারিস সাহায্য কর।
বন্ধুরা! তোদের যা দেবার এই কৌটোর মধ্যে দে। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারও আমাদের পিছনে আছেন।
কোন চিন্তা নেই, আমরাও সবাই আছি।

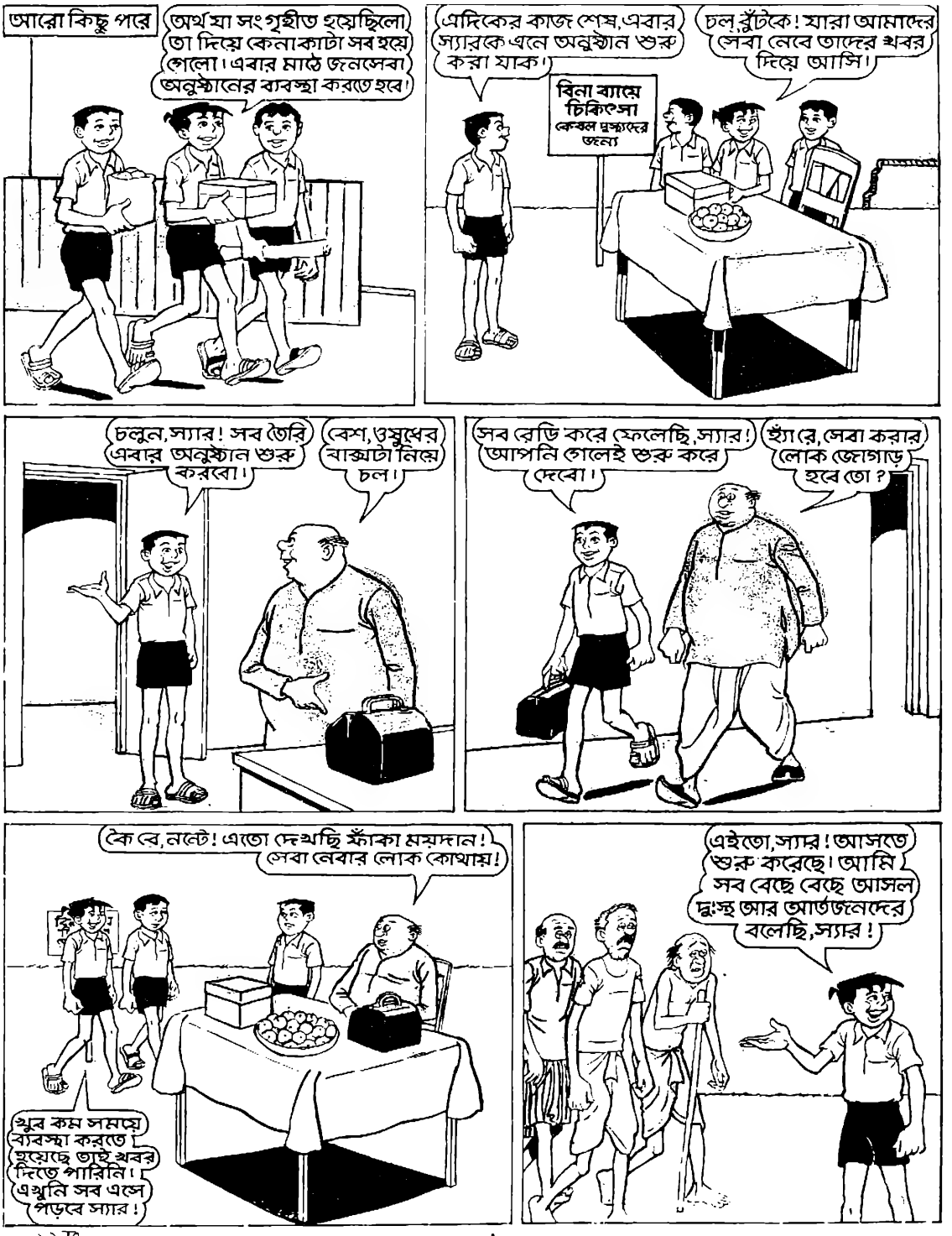
আরো কিছু পরে
অর্থ যা সংগৃহীত হয়েছিলো তা দিয়ে কেনাকাটা সব হয়ে গেলো। এবার মাঠে জনসেবা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।
এদিকের কাজ শেষ, এবার স্যারকে এনে অনুষ্ঠান শুরু করা যাক।
চল, ঝুঁটকে! যারা আমাদের সেবা নেবে তাদের খবর দিয়ে আসি।
বিনা ব্যায়ে চিকিৎসা
কেবল দুস্থদের জন্যে
চলুন, স্যার! সব তৈরি এবার অনুষ্ঠান শুরু করবো।
বেশ, ওষুধের বাক্সটা নিয়ে চল।
সব রেডি করে ফেলেছি, স্যার! আপনি গেলেই শুরু করে দেবো।
হ্যাঁ রে, সেবা করার লোক জোগাড় হবে তো?
কৈ রে, নন্টে! এতো দেখছি ফাঁকা ময়দান! সেবা নেবার লোক কোথায়!
খুব কম সময়ে ব্যবস্থা করতে হয়েছে তাই খবর দিতে পারিনি। এখুনি সব এসে পড়বে স্যার!
এইতো, স্যার! আসতে শুরু করেছে! আমি সব বেছে বেছে আসল দুঃস্থ আর আর্তজনদের বলেছি, স্যার!

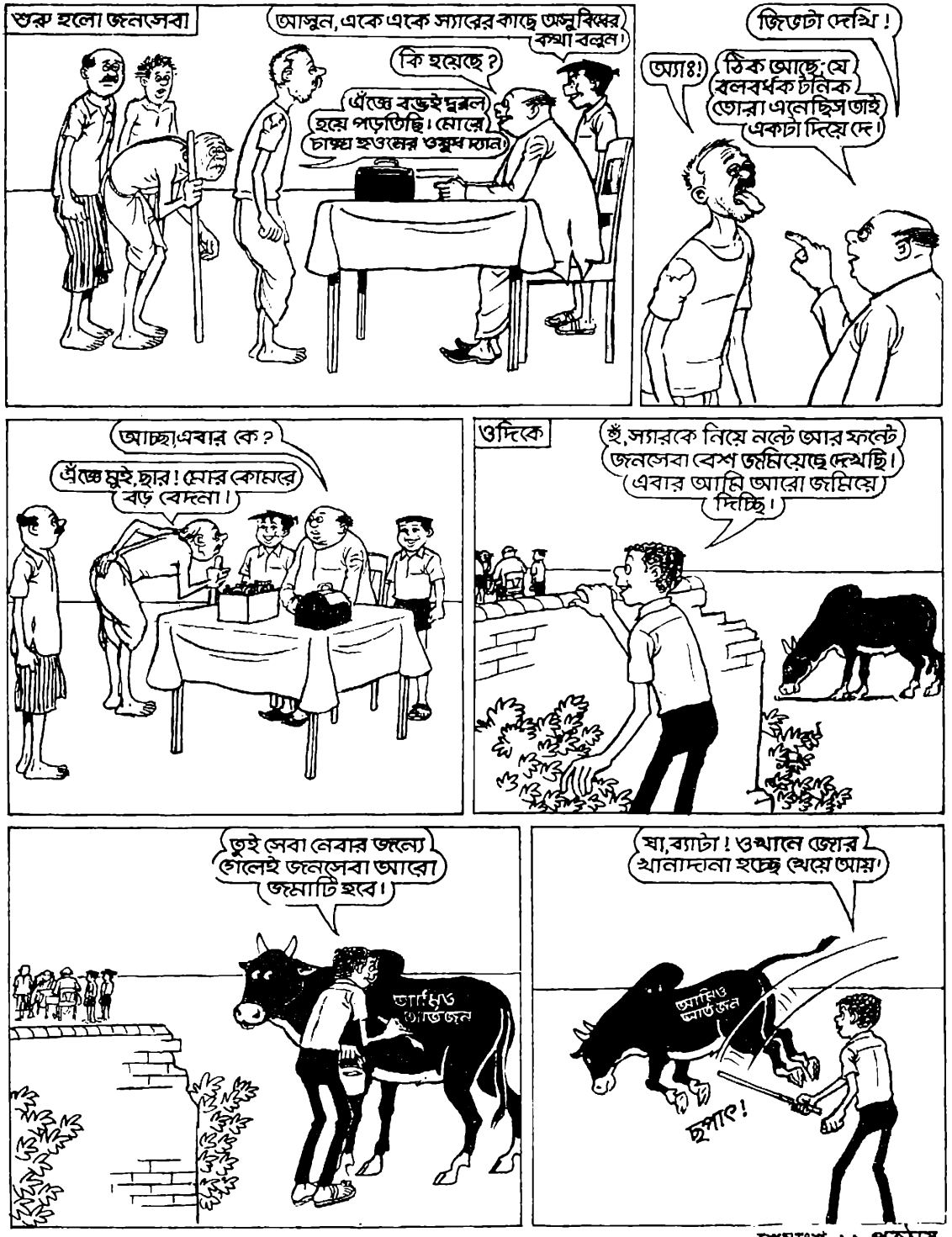
শুরু হলো জনসেবা
আসুন, একে একে স্যারের কাছে অসুবিধের কথা বলুন।
কি হয়েছে?
এঁজ্ঞে বড্ডই দুর্বল হয়ে পড়তিছি। মোরে চাক্ষ্য হওলের ওষুধ দ্যান।
জিভটা দেখি!
অ্যাঃ!
ঠিক আছে, যে বলবর্ধক টনিক তোরা এনেছিস তাই একটা দিয়ে দে।
আচ্ছা, এবার কে?
এঁজ্ঞে মুই, ছার! মোর কোমরে বড় বেদনা।
ওদিকে
হুঁ, স্যারকে নিয়ে নন্টে আর ফন্টে জনসেবা বেশ জমিয়েছে দেখছি। এবার আমি আরো জমিয়ে দিচ্ছি।
তুই সেবা নেবার জন্যে গেলেই জনসেবা আরো জমাটি হবে।
আমিও আট জন
যা, ব্যাটা! ওখানে জোর খানাদানা হচ্ছে খেয়ে আয়।
আমিও আট জন
ছপাৎ!

শেষাংশ ১৯ পৃষ্ঠায়

মন্টে আর ফন্টে
কি ব্যাপার, স্যার? আপনার কি হয়েছে?
মনে হচ্ছে পুরোনো সেই বাতের ব্যাথাটাই বোধহয় চাগিয়ে উঠেছে! উঃ!
ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসবো, স্যার?
তাই ডেকে নিয়ে আয়। ব্যাথাটা বড়ই বেগ দিচ্ছে।
আমাদের খানার কেল্টুদা হানা দেবার আগেই সব সাফ করে ফ্যাল মন্টে!
আর সাফ করতে হবে না। বাজেয়াপ্ত করে আমিই সব গাপ করে ফেলবো। তোরা উঠে আয়।
যা গিয়ে এখুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে আয় শিগগির। স্যারকে বাত কাত করেছে।
মনে হচ্ছে চেম্বার ফাঁকাই আছে, চল ঢুকে পড়ি।
ডাঃ গুঁইরাম গুঁই
একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।
আমাদের সঙ্গে এখুনি যেতে হবে, ডাক্তারবাবু! তাড়াতাড়ি।
কেন এবং কোথায়?
স্কুল বোর্ডিংয়ে। আমাদের স্যারকে দেখতে-বাত ওকে কাত করেছে।

উফ আফ! উফস্!
হুম! বাত বলেই মালুম হচ্ছে! একটা মলম আর ক্যাপসুল লিখে দিচ্ছি–
এটা সকালে একবার আর বিকালে একবার মালিশ করবে। সঙ্গে দুটো করে ক্যাপসুল খাবে।
ঠিক আছে ডাক্তারবাবু
আমি উঠতে পারছি না, কেল্টু! তোদের কাছ থেকে ডাক্তারের দর্শনীটা দিয়ে দে আর ওষুধটাও নিয়ে আয়। ব্যাথা কমলে পরে তোদের দিয়ে দেবো।
ইয়ে–ঠিক আছে, স্যার!
শুনলি তো! স্যার উঠতে পারছেন না তাই টাকা বের করতে পারছেন না, পরে দেবেন বলছেন। আমিও সেই কথাই বলছি এখন তোরা দে, পরে আমি দিয়ে দেবো।
!
!
কেল্টার শয়তানীটা দেখলি? কেমন কায়দা করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলো!
টিফিন থেকে জমানো টাকা খসে যাবে।
মনে কষ্ট পাচ্ছিস কেন? স্যারের কষ্ট লাঘবের জন্যেই তো তোদের এই বদান্যতা। হেঃহেঃ!

আধঘণ্টা পরে
ক্যাপসুল আর মলম এনেছিস?
হ্যাঁ, স্যার! এই যে মলম আর এইযে ক্যাপসুল।
এখুনি মলম দিয়ে ভালো করে দলাই মলাই করে দে।
নুন্টে আর ফন্টে দিয়ে দেবে স্যার ওরা আপনাকে সেবা করার জন্যে ঘুমিয়ে আছে।
মলম লাগিয়ে দুজনে পালা করে বেশ ভালো ভাবে মালিশ করবি। স্যারের এই বেদনায় স্যারকে সেবা যত্ন করা আমাদের কর্তব্য।
উরফ! ওফস! ওরফ!
হ্যাঁ, বেশ জমিয়ে পালা করে ঘণ্টা দুয়েক দুজনে মিলে মালিশ কর। হেঃ হেঃ!
কি দুজনে গুজগুজ ফুস ফুস করছিস! ভালো করে মন দিয়ে মালিশ কর।
হ্যাঁ, স্যার! তাইতো দিচ্ছি।
হ্যাঁ, আর একটু জোরে মালিশ কর।

কিরে! হাতে জোর নেই? মনে হচ্ছে সাগু খেয়ে এসেছিস মালিশ করতে। তুই ছাড়, নন্টে হাত লাগা।
ঠিক আছে, স্যার! আমি মালিশ করে দিচ্ছি।
আরো একটু জোরে দেবো কি স্যার?
দে না। আমি তো তাই বললুম!
আঁরক! ওরে গেছিরে!
জোরে দিতে তো আপনিই বললেন, স্যার!
হতভাগা, পাজি! জোরে দিতে বলেছি বলে এতো জোরে! কমার বদলে ব্যাথা আরো বেড়ে গেলো।
যা, এখুনি কেলুকে ডেকে নিয়ে আয়।
এই যে যাচ্ছি, স্যার!
একি! স্যারের পরিসেবা ছেড়ে তোরা এখানে?
তুমি নিজেকে নিজে কি সেবা করাচ্ছো তাই দেখতে এলাম।

কথা হচ্ছে,স্যার তোমাকে ডেকেছেন।
কেন কেন, আমাকে ডেকেছেন কেন?
নির্ঘাত তোরা কিছু গাফিলতি করেছিস।
স্যারের কথামতো জোরে মালিশ করতে গিয়ে ব্যাথা বেড়ে গেছে।
আবার নতুন কিসের সমস্যা হলো,স্যার?
নতুন সমস্যা মানে? পুরোনোটাই তো বেড়ে গেলো। ওসব মলম মাখিয়ে কিছু হবে না।
এবার তুই ডাঃ গুঁইয়ের কাছে যা,কেল্টু! গিয়ে কুঁই কুঁই করে নয় জোর গলায় বলবি প্রয়োগ মাত্রই উপশম হয় এরকম কিছু দিতে।
এখুনি যাচ্ছি,স্যার! ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে ক্রেতা সুরক্ষায় ফেলে দেবো না!
এবার আমি যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে। কি আছে মুক্ত হস্তে দিয়ে দে। অসুস্থ স্যারকে সেবা করে সুস্থ করে তোলাই হলো আমাদের কর্তব্য।
হেঃ হেঃ!
পূজোয় বাইরে ভালো মন্দ খাওয়ার বারোটা বেজে গেলো!
তোরা কি ভালোরে! খাওয়া ত্যাগ করে স্যারের সেবায় লাগালি! তাবা যায় না।

নন্টে আর ফন্টেটাকে ডাষনের সুড়সুড়ি দিয়ে মালকড়ি হাতিয়েছি। দাওয়াই কেনার পরে যা থাকবে সেটা দিয়ে নিজেরে সেবা করবো। হিঃ হিঃ!
খানিক এগোতেই
আসুন, নিয়ে যান, সর্বরোগে ধন্বন্তরী কবিরাজী তেল।
আসুন নিন পরীক্ষা করুন। সর্বরোগে ধন্বন্তরী কবিরাজী তেল। কাঁটা ছেঁড়ায় লাগান, ব্যাথা বেদনায় লাগান, তারপর দেখুন এই তেল কেমন তেল্কির খেল দেখাবে! অর্ডিনারী তিন টাকা স্পেশাল পাঁচ টাকা।
আচ্ছা, এই তেলে বাতের ব্যাথা কমবে?
কমবে মানে! ধরে নাও অর্দ্ধেক কমে গেছে। লাগাবার কথায় অর্দ্ধেক কমে বাকিটা লাগালে। কোথায় ব্যাথা?
আরে আমার নয়, আমাদের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের।
যারই হোক এক শিশি নিয়ে গিয়ে লাগাও দেখবে ঘোড়ার মতো দৌড়োবে।
কোনটা দেবো, অর্ডিনারী না স্পেশাল?
একটা স্পেশালই দিন।

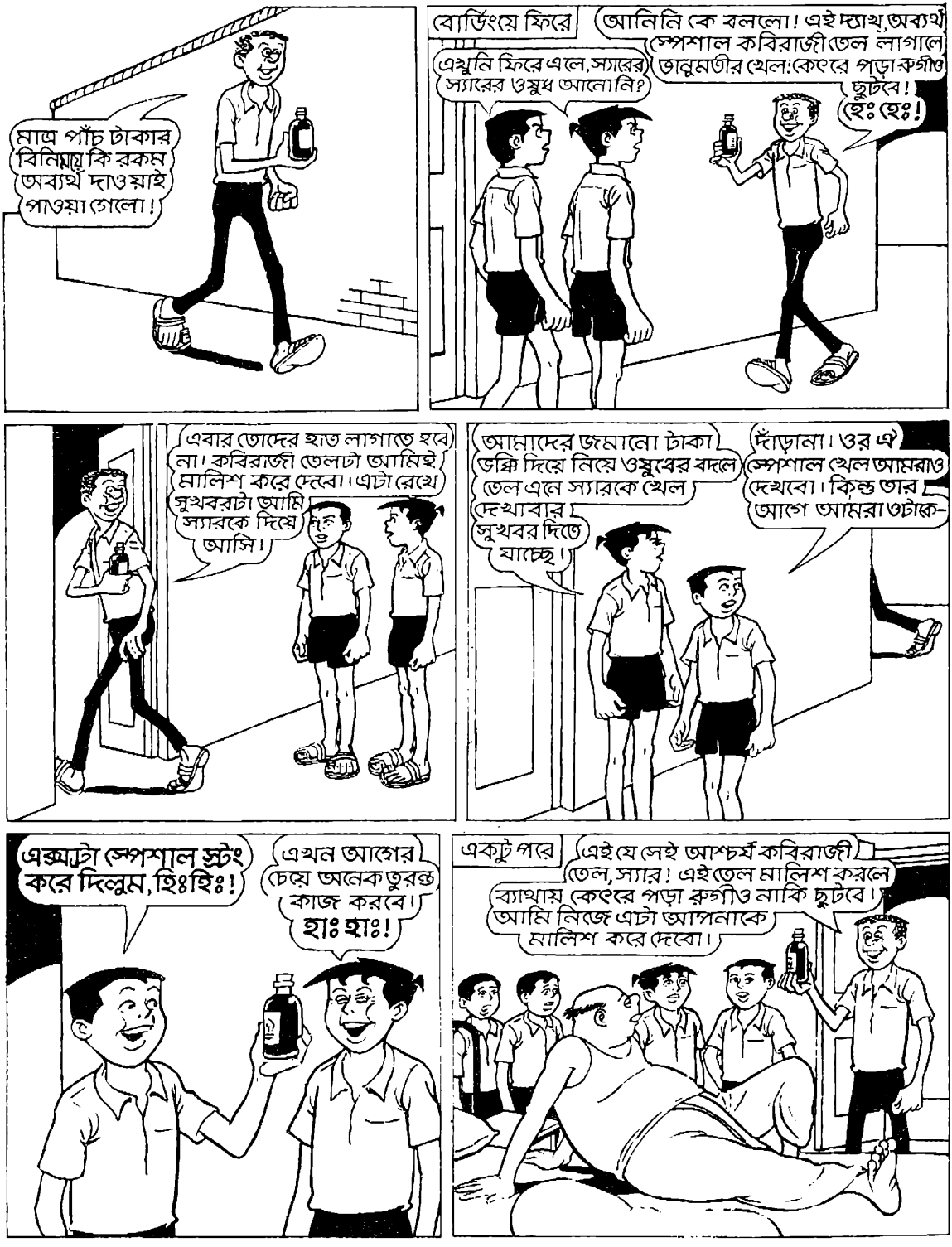
মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে কি রকম অব্যর্থ দাওয়াই পাওয়া গেলো!
বোর্ডিংয়ে ফিরে
এখুনি ফিরে এলে, স্যারের স্যারের ওষুধ আনোনি?
আনিনি কে বললো! এই দ্যাখ, অব্যর্থ স্পেশাল কবিরাজী তেল লাগালে তালুমতীর খেল: কেৎরে পড়া রুগীও ছুটবে! হঃ হঃ!
এবার তোদের হাত লাগাতে হবে না। কবিরাজী তেলটা আমিই মালিশ করে দেবো। এটা রেখে সুখবরটা আমি স্যারকে দিয়ে আসি।
আমাদের জমানো টাকা ভক্তি দিয়ে নিয়ে ওষুধের বদলে তেল এনে স্যারকে খেল দেখাবার। সুখবর দিতে যাচ্ছে।
দাঁড়ানা। ওর ঐ স্পেশাল খেল আমরাও দেখবো। কিন্তু তার আগে আমরা ওটাকে-
একটা স্পেশাল স্টং করে দিলুম, হিঃহিঃ!
এখন আগের চেয়ে অনেক তুরন্ত কাজ করবে। হাঃ হাঃ!
একটু পরে
এই যে সেই আশ্চর্য কবিরাজী তেল, স্যার! এই তেল মালিশ করলে ব্যাথায় কেৎরে পড়া রুগীও নাকি ছুটবে। আমি নিজে এটা আপনাকে মালিশ করে দেবো।

মলম মালিশের পর থেকে ব্যাথাটা বেড়েই যাচ্ছে রে, কেলুটু!
কোন চিন্তা নেই স্যার! তেল দিয়ে মালিশটা শুরু করি দেখবেন কেমন গা ঝাড়া দিয়ে উঠবেন।
কি রকম যেন লাগছে, কেলুটু!
কি-কি রকম স্যার?
একটা স্পেশল স্টংয়ের কাজ বোধহয় শুরু হলো। আর এখানে থাকা নয়!
আঁউ! আঁউ! ওররর!
উররর!
ওরে বাবা! কি সাংঘাতিক চিড়বিড় করছে, রে!
আমার হাতও চিড়বিড় করছে, স্যার!
খচ খচ
খচ খচ
বাবারে! গেলামরে! মলুমরে! উফ্‌স্!
খচ খচ
এনির্ঘাত অন্তর্ঘাত, স্যার!
অন্তর্ঘাত? আমি তোর সারা গায়ে এই তেল লাগিয়ে তোর মুণ্ডুপাত করবো হতচ্ছাড়া, মর্কট!
কেলুটুদার ওষুধ লাগানো মাত্রই স্যার দৌড়োচ্ছে! হিঃ হিঃ!
বেচারা জানেনা ওতে আমরা চুলকুনি পাউডার মিশিয়ে রেখেছিলাম। হেঃ হেঃ

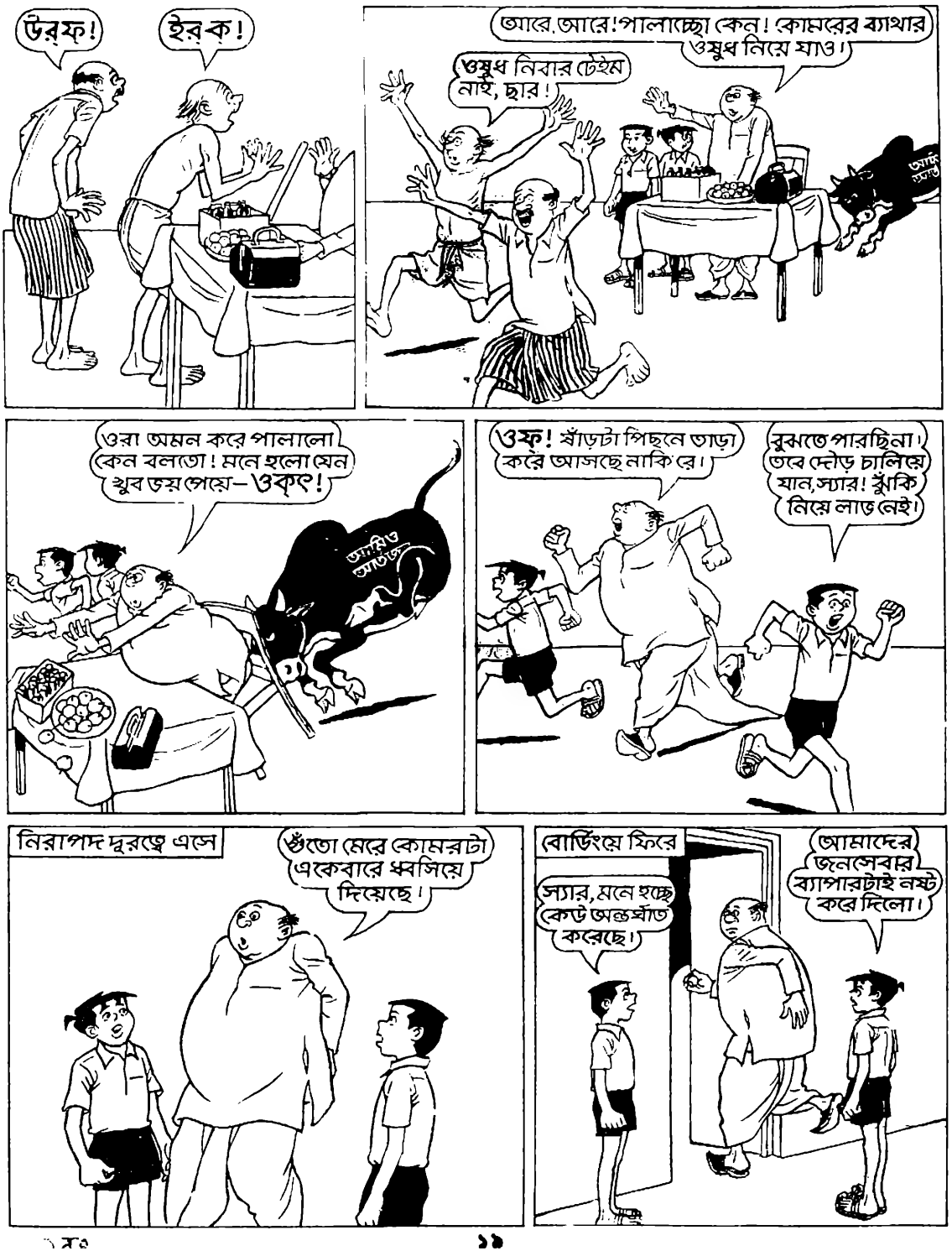
উরফ!
ইরক!
আরে, আরে! পালাচ্ছো কেন! কোমরের ব্যাথার ওষুধ নিয়ে যাও।
ওষুধ নিবার টেইম নাই, ছার!
ওরা অমন করে পালালো কেন বলতো! মনে হলো যেন খুব ভয় পেয়ে— ওক্‌ৎ!
আমিও আতঙ্ক
ওফ! ষাঁড়টা পিছনে তাড়া করে আসছে নাকি রে।
বুঝতে পারছিনা। তবে দৌড় চালিয়ে যান, স্যার! ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই!
নিরাপদ দূরত্বে এসে
গুঁতো মেরে কোমরটা একেবারে ধ্বসিয়ে দিয়েছে।
বোর্ডিংয়ে ফিরে
স্যার, মনে হচ্ছে কেউ অন্তর্ঘাত করেছে।
আমাদের জনসেবার ব্যাপারটাই নষ্ট করে দিলো।

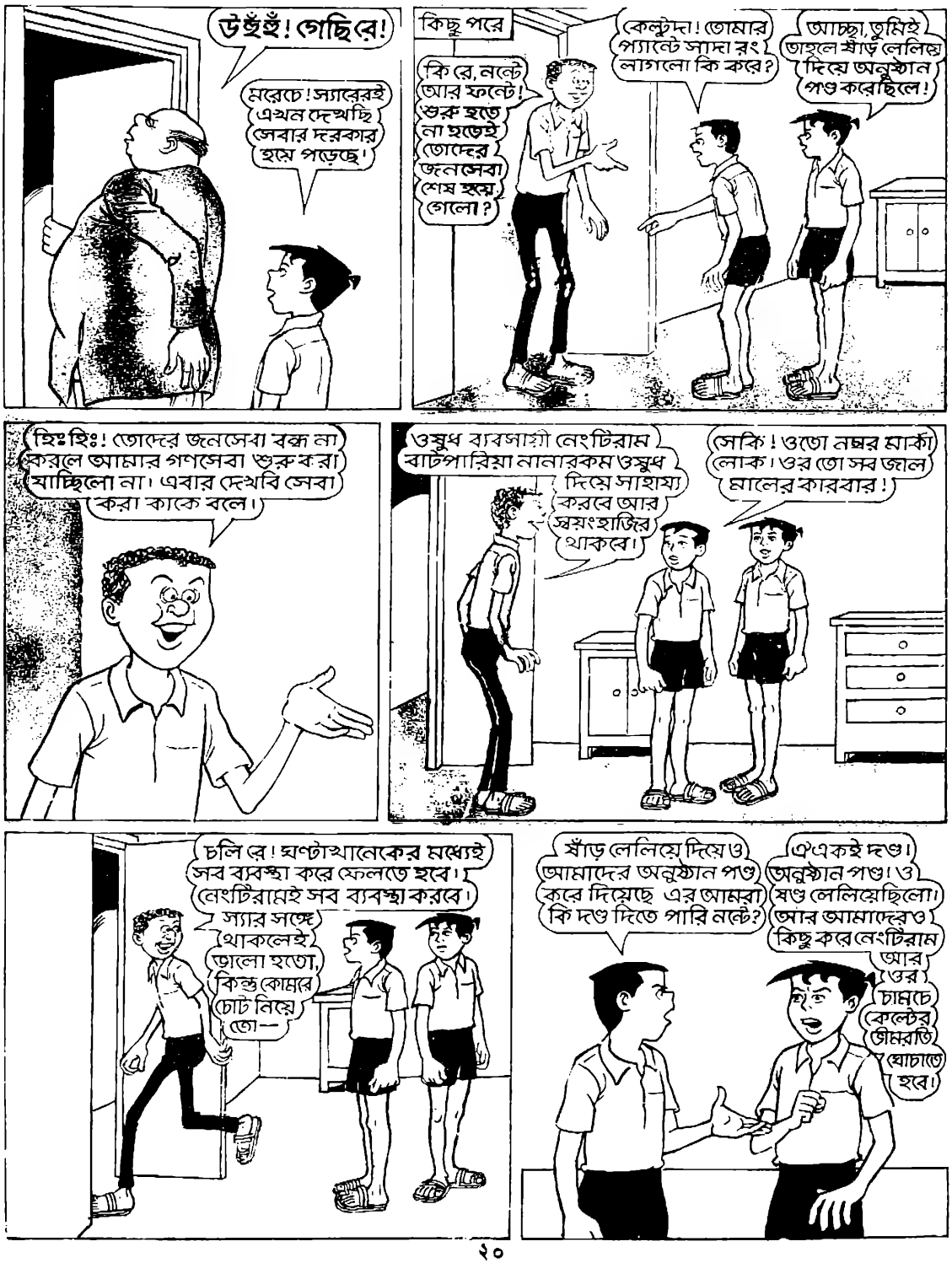
উঁহুঁহুঁ! গেছিরে!
মরেচে! স্যারেরই এখন দেখছি সেবার দরকার হয়ে পড়েছে!
কিছু পরে
কি রে, নন্টে আর ফন্টে! শুরু হতে না হতেই তোদের জনসেবা শেষ হয়ে গেলো?
কেল্টুদা! তোমার প্যান্টে সাদা রং লাগলো কি করে?
আচ্ছা, তুমিই তাহলে ষাঁড় লেলিয়ে দিয়ে অনুষ্ঠান পণ্ড করেছিলে!
হিঃহিঃ! তোদের জনসেবা বন্ধ না করলে আমার গণসেবা শুরু করা যাচ্ছিলো না। এবার দেখবি সেবা করা কাকে বলে।
ওষুধ ব্যবসায়ী নেংটিরাম বাটপারিয়া নানারকম ওষুধ দিয়ে সাহায্য করবে আর স্বয়ং হাজির থাকবে।
সেকি! ওতো নম্বর মার্কা লোক। ওর তো সব জাল মালের কারবার!
চলি রে! ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। নেংটিরামই সব ব্যবস্থা করবে।
স্যার সঙ্গে থাকলেই ভালো হতো, কিন্তু কোমরে চোট নিয়ে তো—
ষাঁড় লেলিয়ে দিয়েও আমাদের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিয়েছে এর আমরা কি দণ্ড দিতে পারি নন্টে?
ঐ একই দণ্ড। অনুষ্ঠান পণ্ড। ও ষণ্ড লেলিয়েছিলো। আর আমাদেরও কিছু করে নেংটিরাম আর ওর চামচে কেল্টের জোমরতি ঘোচাতে হবে।

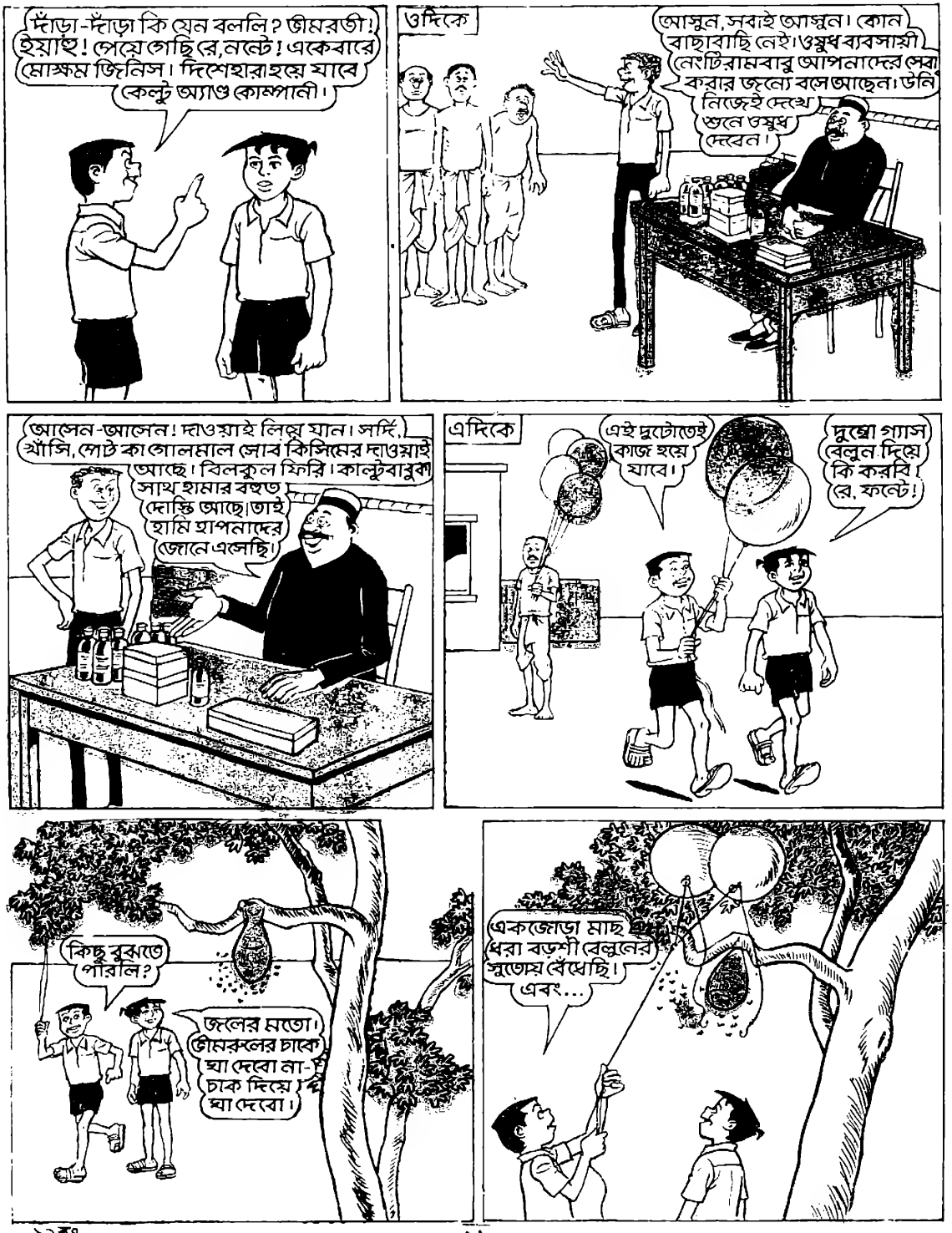
দাঁড়া-দাঁড়া কি যেন বললি? ভীমরতী! ইয়াহু! পেয়ে গেছি রে, নন্টে! একেবারে মোক্ষম জিনিস। দিশেহারা হয়ে যাবে কেল্টু অ্যাণ্ড কোম্পানী।
ওদিকে
আসুন, সবাই আসুন। কোন বাছাবাছি নেই। ওষুধ ব্যবসায়ী নেংটিরামবাবু আপনাদের সেবা করার জন্যে বসে আছেন। উনি নিজেই দেখে শুনে ওষুধ দেবেন।
আসেন-আসেন! দাওয়াই লিয়ে যান। সর্দি, খাঁসি, পেট কা গোলমাল সোব কিসিমের দাওয়াই আছে। বিলকুল ফিরি। কাল্টুবাবুকা সাথ হামার বহুত দোস্তি আছে। তাই হামি হাপনাদের জোনে এসেছি।
এদিকে
এই দুটোতেই কাজ হয়ে যাবে।
দুগ্গো গ্যাস বেলুন দিয়ে কি করবি রে, ফন্টে!
কিছু বুঝতে পারলি?
জলের মতো। ভীমরুলের চাকে ঘা দেবো না-চাক দিয়ে ঘা দেবো।
একজোড়া মাছ ধরা বড়শী বেলুনের সুতোয় বেঁধেছি। এবং...

- এটাকেও পেয়েছি!
লিয়ে যান, কুনো ডর নাই।
এটা এখন একেবারে সঠিক অবস্থানে রয়েছে। আমি ধরে আছি তুই গুলতি চালা তারপর দেখবি ভেলকির খেলা।
এই লিন! তাকত কা দাওয়াই। দুবলা বডিমে বহুত তাকত হোবে।
দুনম্বরী ওষুধ দিয়ে জনসেবা করা বের করছি।
অ্যায়! ই ক্যায়া?
বাঁচাও! বাঁচাও! হেল্প!
আরে বাপরে! মর গিয়া!
একি গো কেলুদা! জনগণের সেবা করতে গিয়ে তোমার মুখের ডিজাইন পাল্টে গেলে কি করে? জনগণেরা তোমাকেই সেবা করে দেয়নি তো?
হাঃ হাঃ!
হিঃ হিঃ!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

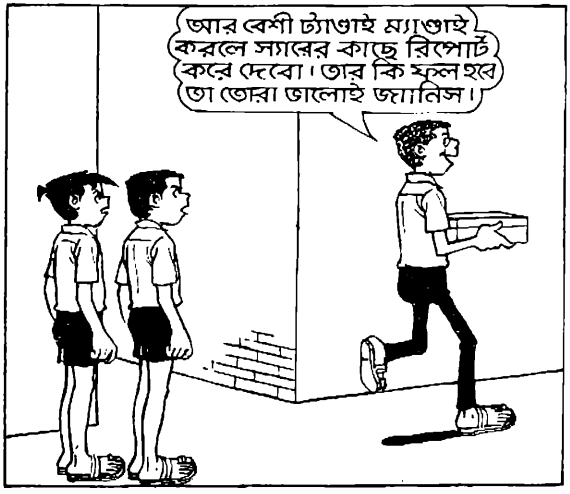

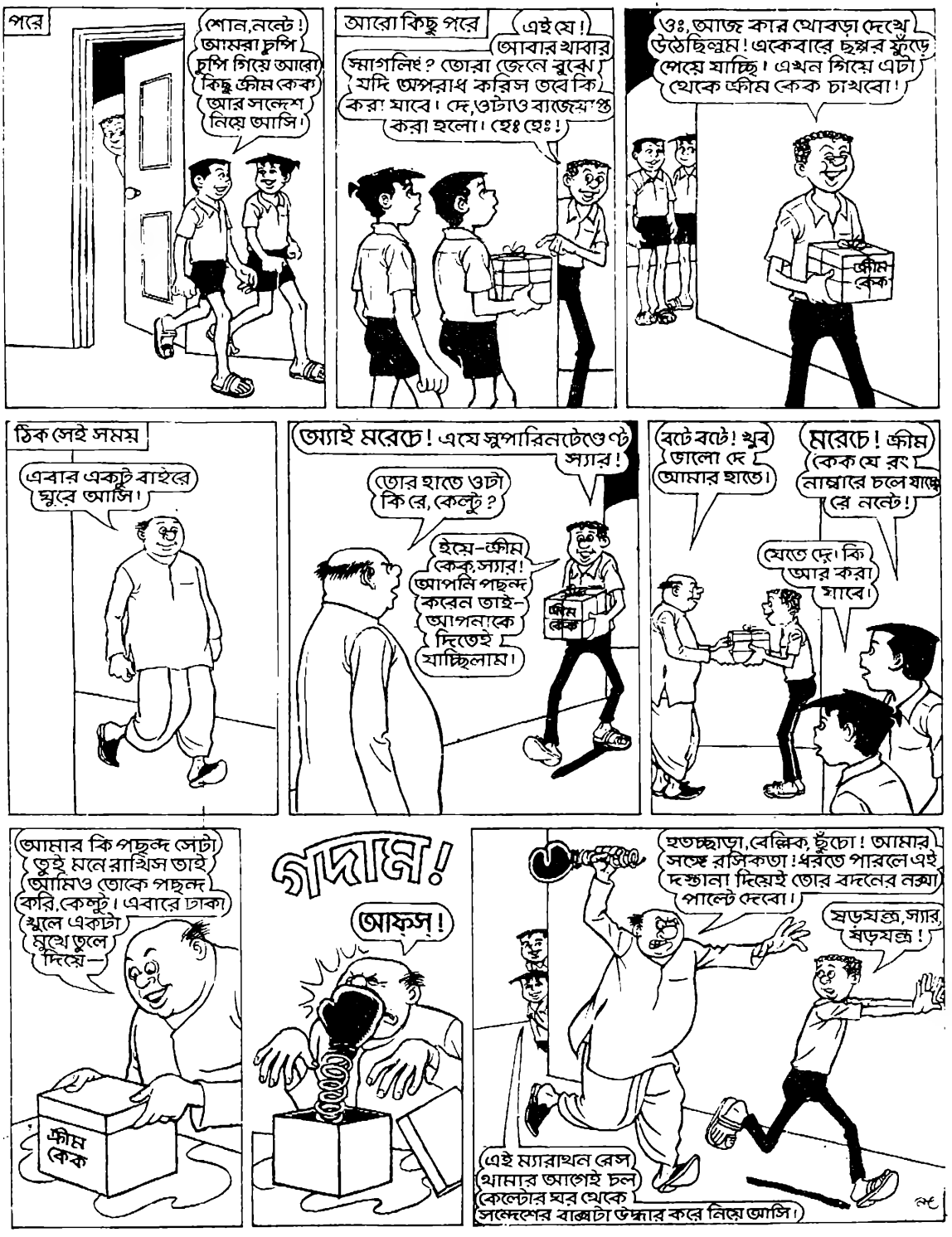
পরে
শোন, নন্টে! আমরা চুপি চুপি গিয়ে আরো কিছু ক্রীম কেক আর সন্দেশ নিয়ে আসি।
আরো কিছু পরে
এই যে!
আবার খাবার স্মাগলিং? তোরা জেনে বুঝে যদি অপরাধ করিস তবে কি করা যাবে। দে, ওটাও বাজেয়াপ্ত করা হলো। হেঃ হেঃ!
ওঃ, আজ কার থোবড়া দেখে উঠেছিলুম! একেবারে ছপ্পর ফুঁড়ে পেয়ে যাচ্ছি। এখন গিয়ে এটা থেকে ক্রীম কেক চাখবো!
ক্রীম কেক
ঠিক সেই সময়
এবার একটু বাইরে ঘুরে আসি।
অ্যাই মরেচে! এযে সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
তোর হাতে ওটা কি রে, কেল্টু?
ইয়ে-ক্রীম কেক, স্যার! আপনি পছন্দ করেন তাই-আপনাকে দিতেই যাচ্ছিলাম।
ক্রীম কেক
বটে বটে! খুব ভালো দে আমার হাতে।
মরেচে! ক্রীম কেক যে রং নাম্বারে চলে যাচ্ছে রে নন্টে!
যেতে দে। কি আর করা যাবে।
আমার কি পছন্দ সেটা তুই মনে রাখিস তাই আমিও তোকে পছন্দ করি, কেল্টু। এবারে ঢাকা খুলে একটা মুখে তুলে দিয়ে—
ক্রীম কেক
গদাম!
আফস্!
হতচ্ছাড়া, বেল্লিক, ছুঁচো! আমার সঙ্গে রসিকতা! ধরতে পারলে এই দস্তানা দিয়েই তোর বদনের নক্সা পাল্টে দেবো।
ষড়যন্ত্র, স্যার, ষড়যন্ত্র!
এই ম্যারাথন রেস থামার আগেই চল কেল্টোর ঘর থেকে সন্দেশের বাক্সটা উদ্ধার করে নিয়ে আসি।

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

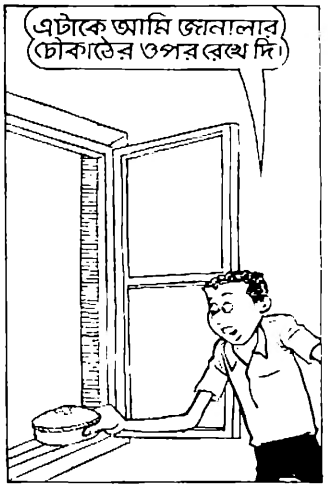

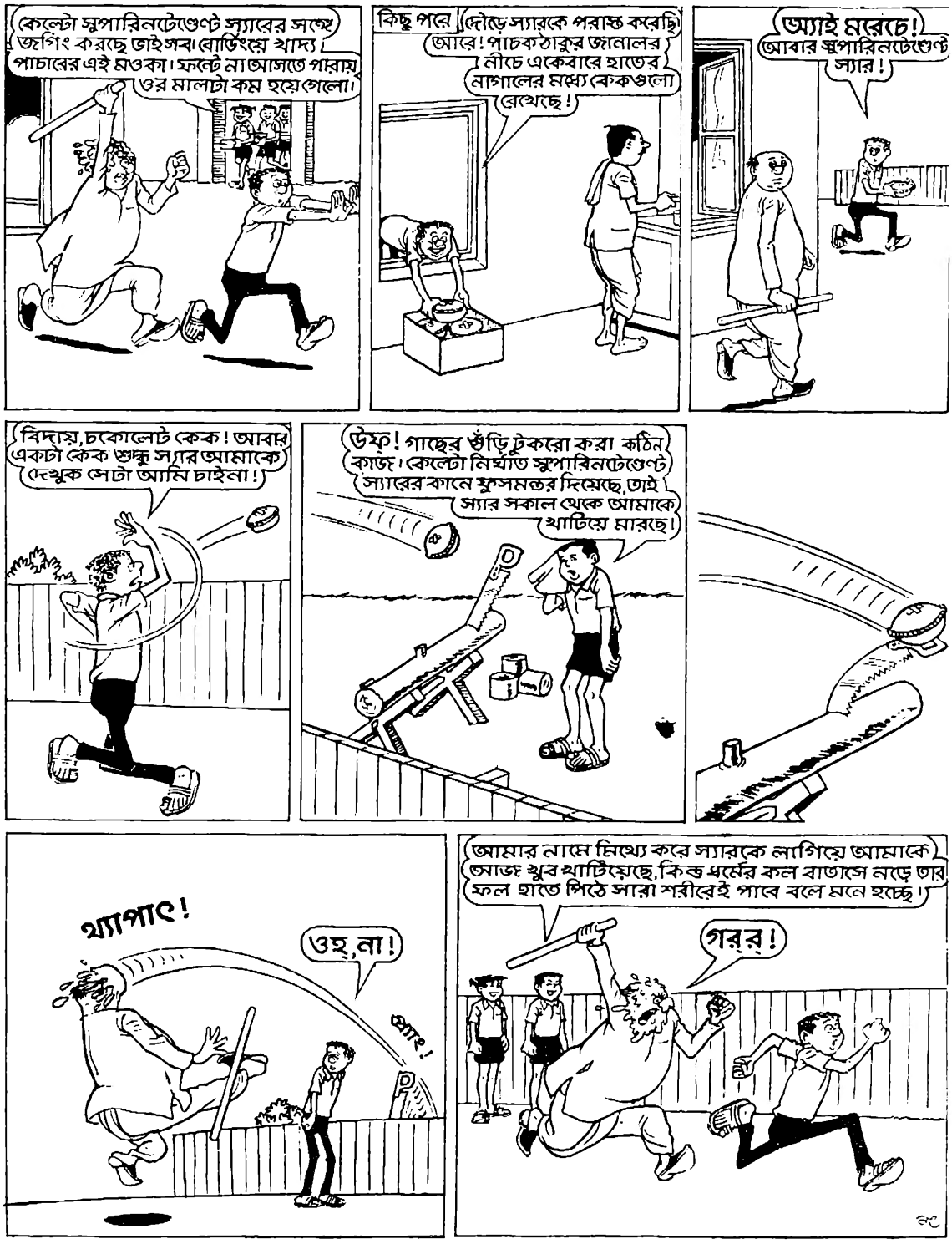
কেল্টো সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের সঙ্গে জগিং করছে ডাইসব বোর্ডিংয়ে খাদ্য পাচারের এই মওকা। ফন্টে না আসতে পারায় ওর মালটা কম হয়ে গেলো।
কিছু পরে
দৌড়ে স্যারকে পরাস্ত করেছি
আরে! পাচকঠাকুর জানালার নীচে একেবারে হাতের নাগালের মধ্যে কেকগুলো রেখেছে!
অ্যাই মরেচে!
আবার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যার!
বিদায়, চকোলেট কেক! আবার একটা কেক শুদ্ধু স্যার আমাকে দেখুক সেটা আমি চাইনা!
উফ্! গাছের গুঁড়ি টুকরো করা কঠিন কাজ। কেল্টো নির্ঘাত সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যারের কানে ফুসমন্তর দিয়েছে, তাই স্যার সকাল থেকে আমাকে খাটিয়ে মারছে!
থ্যাপাৎ!
ওহ্, না!
প্রাৎ!
আমার নামে মিথ্যে করে স্যারকে লাগিয়ে আমাকে আজ খুব খাটিয়েছে, কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে তার ফল হাতে পিঠে সারা শরীরেই পাবে বলে মনে হচ্ছে।
গররর!

নন্টে আর ফন্টে

নারায়ণ দেবনাথ

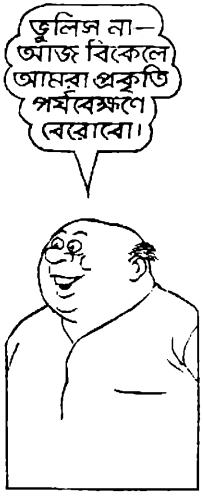

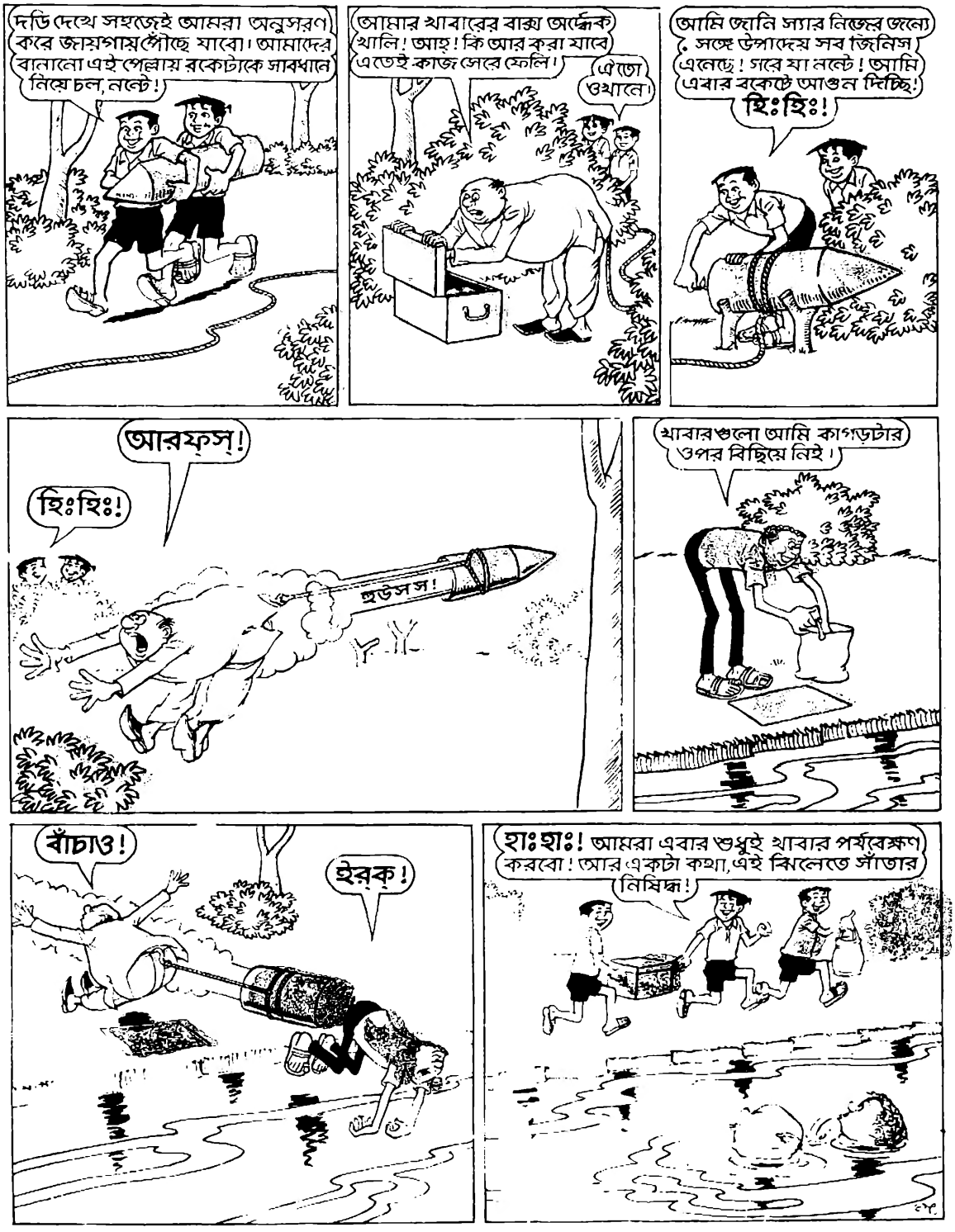
দড়ি দেখে সহজেই আমরা অনুসরণ করে জায়গায় পৌঁছে যাবো। আমাদের বানানো এই পেল্লায় রকেটাকে সাবধানে নিয়ে চল, নন্টে!
আমার খাবারের বাক্স অর্দ্ধেক খালি! আহ্! কি আর করা যাবে এতেই কাজ সেরে ফেলি।
ঐ তো ওখানে।
আমি জানি স্যার নিজের জন্যে সঙ্গে উপাদেয় সব জিনিস এনেছে! সরে যা নন্টে! আমি এবার রকেটে আগুন দিচ্ছি!
হিঃহিঃ!
আরফ্‌স্!
হিঃহিঃ!
হুউস্‌স!
খাবারগুলো আমি কাগড়টার ওপর বিছিয়ে নিই।
বাঁচাও!
ইরক্!
হাঃহাঃ! আমরা এবার শুধুই খাবার পর্যবেক্ষণ করবো! আর একটা কথা, এই ঝিলেতে সাঁতার নিষিদ্ধ!